CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-334 ■ 11 September, 2024 ■ আগরতলা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ২৫ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ডেন্টাল কলেজে থ্রিডিপ্রিন্টিং সেন্টারের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী

ডেন্টালের মতো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনুমতি দেওয়া নিয়েও সমালোচিত হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।। নতুন কিছু করতে গেলে সর্বদাই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আইজিএম হাসপাতাল চত্বরে ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্তের জন্য বিরোধীদের দ্বারা বিভিন্নভাবে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

কিছু লোক কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই কলেজের বিরোধিতা করেছিল। কিছু লোক ছিলেন যারা সব কিছুতেই ত্রুটি খুঁজে বেরিয়েছেন। কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যেই ডেন্টাল কলেজ খুবই ভালো কাজ করছে। বর্তমানেও সরকার বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনুমতি দেওয়ায় একইভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজে নতুন থ্রিডি প্রিন্টিং সলিউশন সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এইকথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, 'এই লোকেরা কখনই রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নতির জন্য গঠনমূলক ধারনা নিয়ে আসতে পারে না। তারা সব কিছুতেই চিৎকার করে থাকে। তারা মনে করে তারা সবই জানে, কিন্তু সিস্টেম সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা নেই তাদের। সামনে এগিয়ে যেতে হলে এগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। এই সরকার রাজ্যে এইমস-এর মতো হাসপাতাল তৈরি করতে চায়। বর্তমান সরকারের আমলে কোন ধরনের দুর্নীতি সহ্য করা হবে না। জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরো বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে ত্রিপুরায় একটি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য হাব গড়ে তোলা। যা সরকারের জন্য একটি অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। এর পাশাপাশি রাজ্যে একটি হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজকের দিনটি খুবই আনন্দের দিন। আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজে আরেকটি পালক যুক্ত হলো। এই কলেজে থ্রিডি প্রিন্টিং সলিউশন সেন্টারের উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভিশন প্রতিফলিত হলো। এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা রাজ্যে একটি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য হাব গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। এজন্য আমি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গে রাজ্যে হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ স্থাপনের বিষয়ে কথা বলেছি। এই স্বপ্ন পূরণে আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। তিনি আরো বলেন, এই ডেন্টাল কলেজের প্রথম ব্যাচ ভালো ফলাফল করে উত্তীর্ণ হলে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। এতে মনও ভালো হয়ে যায়। আমাদের উঁচু মানের ফ্যাকাল্টি থাকায় ছাত্রছাত্রীরাও ভাল নম্বর অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা চাই আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজ দেশের একটি মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোক। এই কলেজ সম্পর্কে সবার জানা উচিত। সেই সঙ্গে যুগের সঙ্গে টাল রেখে শিক্ষকদেরও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার গুরুত্ব রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন যে ত্রিপুরা হচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রথম রাজ্য যেখানে ডেন্টাল কলেজে একটি থ্রিডি প্রিন্টিং সলিউশন সেন্টার গড়ে উঠেছে। তিনি এটি আমাদের জন্য একটি বিশাল প্রাপ্তি। সার্জারি, বোন গ্রাফটিং ও রক্তপাতবিহীন অপারেশন সহ বিভিন্ন উন্নত প্রক্রিয়া সবই এখানে হচ্ছে। প্রতিদিন শতাধিক রোগী এই হাসপাতালে পরিষেবা নিতে আসেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ডেন্টাল কলেজের উদ্বোধন করেছেন এবং এর সুনাম বজায় রাখা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক আক্রমণ

৩ অভিযুক্ত ৯ দিনের জেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। সাংবাদিকদের উপর আক্রমনের ঘটনায় ৩ অভিযুক্তকে ৯ দিনের জেল হেফাজতে পাঠালেন আদালত। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর পুনরায় তাদের আদালতে প্রেরণ করা হবে বলে জানালেন সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত এপিপি ইনচার্জ দিলীপ দেবনাথ।

প্রসঙ্গত, গত রবিবার রাতে মঠ চৌমুহনী এলাকায় কর্মরত অবস্থায় তিনজন সাংবাদিককে যুব মোর্চা নামধারী কিছু দুষ্কৃতকারী আক্রমণ করে। পরবর্তীতে আক্রমণকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পুলিশের মহা নির্দেশকের সঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধি দল দেখা করে।

পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে কড়া বার্তা দেয় এবং অপরাধীদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন পুলিশকে। পুলিশ তিন যুবককে আটক করে। তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল মঙ্গলবার। আদালত তাদের নয় দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

ঘটনায় ধৃতরা হল, সৌরভ ভট্টাচার্য্য, সুকান্ত দেবনাথ ও আকাশ বণিক।

বন্যা দুর্গতদের সাহায্যের দাবিতে ডিএম'র কাছে বামেদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।। *বন্যা দুর্গতদের বিভিন্ন সাহায্যের দাবিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের নিকট গণডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে সি পি আই (এম)। এদিন তারা মিছিল করে জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে।*

প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে বলেন, ত্রিপুরায় বন্যা পরিস্থিতিতে বহু মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে ত্রান শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। সিপিআইএমের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের নিকট বন্যায় দুর্গতদের বিভিন্ন সাহায্যের জন্য দাবি জানিয়েছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত অনেক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সরকারের সাহায্য পায় নি। এরই দাবিতে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের নিকট গণডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে সি পি আই (এম)। সিপিআইএমের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্য সহ কাজ, খাদ্য, পুনর্বাসন, কৃষকদের জমি এবং গবাদি পশু সহ বিভিন্ন দাবি জানিয়েছে।

সঙ্কটজনক সীতারাম

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) ।। দিল্লি এইমস-এ সংকটজনক অবস্থায় ভর্তি সিপিআইএম-এর সাধরণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। বর্ষীয়ান এই বাম নেতা হাসপাতালে রেসপিরেটরি সাপোর্টে রয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।

গত ১৯ আগস্ট ফুসফুসের সমস্যা নিয়ে সীতারাম ইয়েচুরি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর ফুসফুসে নিউমোনিয়ার সংক্রমণ ধরা পড়ে। এইমস---এর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তাঁকে পর্য্যবেক্ষণে রেখেছেন। মঙ্গলবার হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই নিয়ে মঙ্গলবার বিবৃতি দিয়েছে সিপিএমও।

বন্যায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত প্যাকেজ নিয়ে বিরোধীরা অপপ্রচার চালাচ্ছে ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। বন্যা পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার সার্বিকভাবে সাধারণ মানুষের সাহায্য করেছেন। কিন্তু একাংশ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীকে সমালোচনা করছেন। বন্যা পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার যেভাবে সাধারণ মানুষের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সেই জায়গায় রাজ্য সরকারের প্রশংসা না করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছে বিরোধীরা। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বললেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রাক্তন কিষান মোর্চার সভাপতি জহর সাহা।

তিনি আরো বলেন, বন্যা পরিস্থিতিতে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাজ্য সরকার সার্বিকভাবে সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছেন। সাধারণ মানুষের সব ধরনের সমস্যার সমাধানে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু একাংশ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। নাম না করে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের বিরুদ্ধে তিনি বলেন, 'কোন এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলছেন মুখ্যমন্ত্রী ৫৬৪ কোটি টাকার যে প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন সেখানে মন্ত্রী সভার সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যে ক্ষয়ক্ষতি গুলি হয়েছে সেগুলি দপ্তরের মন্ত্রী অথবা দপ্তরের খবর নিয়েই এই প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ এ বিষয়ে দপ্তরের মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা হয়নি বিষয়টি সম্পূর্ণ অহেতুক'।

তিনি বলেন, বর্তমান বন্যা পরিস্থিতিতে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের রেশনগুলি থেকে ১০ কোটি করে বিনামূল্যে আরো দুমাস চাল বিতরণের জন্য খাদ্য দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন। খাদ্য এবং জনসংভরণ দপ্তর সেজন্য ৭০ কোটি টাকা খরচ করেছে। কৃষি, পশুপালন মৎস্য দপ্তর সহ মোট চারটি দপ্তরের জন্য ৩৫ কোটি টাকা দিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বন্যার ফলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এছাড়াও আপাতকালীন পর্য্যায়ে ১২ কোটি টাকা নগর উন্নয়ন দপ্তরকে, ৪০ কোটি টাকা গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরকে, স্বাস্থ্য দপ্তরকে ১০ কোটি টাকা, পি ডব্লিউ ডি এবং ওয়াটার রিসোর্সের জন্য ৩৫ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ দপ্তরকে ১০০ কোটি টাকা, পি ডব্লিউ ডি, রাস্তা এবং বিল্ডিং এর জন্য ২০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে, মোট ৫৬৪ কোটি টাকা আপাতকালীন পর্য্যায়ে বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রাক্তন মন্ত্রী জহর সাহা বলেন, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় রাজ্য সরকার সর্বতোভাবে সাধারণ মানুষের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিরোধীরা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ছড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। রাজ্যের মানুষ জানেন বিজেপি সরকার মানুষের উন্নয়নে কাজ করছেন। এবং সেই উন্নয়নের ধারা লক্ষ্য করছেন সাধারণ মানুষ। তাই বিরোধিদের এই অপপ্রচার ছড়ানোর প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন তিনি।

রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ নিলেন রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ নিলেন রাজীব ভট্টাচার্য। আজ সংসদে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন। এদিন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার নেতা এবং দলের রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা।

মুখ্যমন্ত্রীর প্যাকেজকে বেআইনি বললেন সুদীপ রায় বর্মন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।। বিধানসভা অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী ৫৬৪ কোটি টাকার যে প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, সেখানে মন্ত্রিসভার কোন সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। দিল্লি থেকে এসে বিধানসভায় যোগদান করে তিনি এই প্যাকেজের ঘোষণা করেছেন। এমনকি কাউন্সিল অফ মিনিস্ট্রিকে এড়িয়ে মুখমন্ত্রীর প্যাকেজের ঘোষণা দিয়েছেন। তাই এই প্যাকেজকে বেআইনি বলে দাবি করলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বন্যা পীড়িতদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ৫৬৪ কোটি টাকার প্যাকেজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, ত্রিপুরা কি জাতীয় বিপর্যয় হিসেবে ঘোষণা করার জন্য বিধানসভায় দাবী জানানো হয়েছিল বিরোধীদের তরফে। এমনকি সর্বদলীয় বৈঠকেও এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে দপ্তর প্রতি কত ক্ষতি হয়েছে তা জনসমক্ষে তুলে আনার দাবী জানান কংগ্রেস বিধায়ক।

এছাড়াও উগ্রবাদীদের জন্য প্যাকেজ ঘোষণার প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে বিধায়ক বলেন, উগ্রবাদীদের জন্য দিল্লিতে বৈঠক করে ত্রিপাক্ষিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্ষনের চেষ্টা, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।। এক সন্তানের জননীকে ধর্ষণের চেষ্টা ও শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্থার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক যুবককে।

জানা যায় পেচারথল মাছমারা এলাকা থেকে আগরতলা লেকচৌমুহনী বাজারে সবজি বিক্রি করতে আসে এক উপজাতি দম্পতি। শহরের লেক চৌমুহনী এলাকাতেই তারা ভাড়া থাকতেন। অভনগর পোস্ট অফিস এলাকার এক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাঁদার জুলুম ও সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ বরদাস্ত করা হবে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।। পুজোর চাঁদা নিয়ে জুলুমবাজি কোন অবস্থায় বরদাস্ত করা হবে না। এই সংক্রান্ত অভিযোগ পেলেই সঙ্গে সঙ্গে আইনগত পদ্ধতিতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সেই সঙ্গে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকদের উপর আক্রমণের ঘটনাও কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে। পূর্ব থানা এলাকায় সংঘটিত সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনাতেও পুলিশকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার আগরতলায় সংবাদ মাধ্যমের কাছে চাঁদাবাজি ও সাংবাদিক আক্রমণ ইস্যুতে এই কঠোর বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

উল্লেখ্য, বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে আসন্ন শারদোৎসবকে সামনে রেখে সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে চাঁদার জুলুমের অভিযোগ উঠতে শুরু করে। জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে জোরজবরদস্তি চাঁদা আদায়ের অভিযোগ উঠে। সেই সঙ্গে গত রবিবার গভীর রাতে রাজধানীর পূর্ব থানা এলাকায় একদল দুষ্কৃতির হাতে আক্রান্ত হন কর্তব্যরত চারজন সাংবাদিক। এসকল বিষয়ে এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে গিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা। তিনি বলেন, আমি কেমন ধরণের ব্যক্তি সেটা আপনারা জানেন। আর আমাদের সরকারের মেজাজ কি সে সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। কোন অবস্থাতে চাঁদাবাজির ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না।

আমার কাছে খবর আসে তেলিয়ামুড়া ও কুমারঘাটে জাতীয় সড়কে গাড়ি থামিয়ে চাঁদা তোলা হচ্ছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিই ঘটনায় যুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার। কারণ এধরণের ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, সাংবাদিকদের সঙ্গেও আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। এই খবর জানার পরই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি নির্দেশ দিই। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে। এধরণের ঘটনা হলে কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। সাংবাদিক আক্রমণ কোন অবস্থায় বরদাস্ত করা হবে না। অভিযুক্তরা যে দলেরই হোক না কেন তাদের ছাড়া হবে না। এবিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডাঃ সাহা বলেন, আপনারা আগেও দেখেছেন। আর এখনও দেখছেন। বিগত সরকারের ৩৫ বছরের শাসনে রাজ্যে যে সংস্কৃতি শুরু হয়েছিল সেটা অনেকের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাই বর্তমান সরকার চেষ্টা করছে রাজ্যের সব জায়গায় যাতে শান্তির পরিবেশ কায়েম থাকে।

এদিকে, ৩৫ বছরের সংস্কৃতি মানুষের ডিএনএ-র মধ্যে মিশে গিয়েছে। এই প্রজন্মে তা মুছে ফেলা অসম্ভব। কিন্তু আগামী প্রজন্মে সংস্কৃতি মুছে ফেলে ত্রিপুরায় শান্তির পরিবেশ তৈরী হবে। আজ চারজন সাংবাদিক আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

CMYK

Page 1.pmd 1 11-09-2024, 01:02

জাগরণ আগরতল ১১ সেপ্টেম্বর২০২৪ ইং
২৫ ভাদ্র, বুধবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

পাকিস্তানকে কড়া বার্তা

সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে ভারত তাহার অবস্থান স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। একদিকে সন্ত্রাসবাদ আর অন্যদিকে আলোচনা চলিতে পারে না। এই দ্বিমুখে মানসিকতা ছাড়িয়া ভারত নিজের অবস্থান শক্তিশালী করিতে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। ইতিমধ্যেই
পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বলিয়াছেন, আলোচনার যুগ শেষ হইয়াছে। আলোচনা এবং সন্ত্রাস একসঙ্গে চলিতে পারে না। পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার যুগ শেষ হইয়াছে। সব কর্মেরই ফল ভুগিতে হইবে। আমরা আর চুপ থাকিব না। আমরা নিষ্ক্রিয় নই। ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচক। জবাব আমরা দেবই। কোনওভাবেই সমঝোতার পথে যাইব না। বিদেশমন্ত্রী বলেন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা নিয়া যে উত্তেজনা হইয়াছিল এখন তা শেষ হইয়াছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্ন উঠিয়াছে। তবে তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল করিতে গিয়া সন্ত্রাসবাদকে উপেক্ষা করিতে পারি না। পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদ শিল্পের পর্য্যায়ে গিয়াছে। ভারত কোনও হুমকি বরদাস্ত করিবে না। বিদেশমন্ত্রী এদিন আরও যোগ করেন, পাকিস্তান বরাবর চাহিয়াছে আন্তর্জাতিক সীমান্তে সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড ঘটাইয়া ভারতকে আলোচনার টেবিলে বসাইতে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে ভারত কখনই আলোচনায় বসিবে না।পাকিস্তান প্রসঙ্গে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, জম্মু-কাশ্মীর নিয়া কথা বলিতে গেলে, ৩৭০ অনুচ্ছেদের বিষয়টি মিটিয়া গিয়াছে। তাই এখন ইস্যুটা হইল পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেমন থাকিবে। আমি বলিতে চাইছি যে আমরা আর চুপ করিয়া থাকিব না। ইতিবাচকই হোক বা নেতিবাচক, যা-ই হোক না কেন, আমরা তাহার প্রতিক্রিয়া জানাইব। এই নিয়ে কোনও সমঝোতা করা হইবে না। ভারতের এই স্পষ্ট অবস্থান পাকিস্তানকে রীতিমতো বিপাকে ফেলিয়াছে। পাকিস্তান বুঝিতে পারিতেছে ভারত আর কখনো নরম অবস্থান গ্রহণ করিবে না। কঠোর অবস্থানে থাকিয়া পাকিস্তানকে জব্দ করিতে ভারত যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। সেই প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করিবে পাকিস্তানকে অবশ্যই তাহাদের অবস্থান হইতে শরিয়া আসিয়া নরম মনোভাব গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক কোন স্থাপন অসম্ভব হইয়া উঠিবে। আর তাহাতে পাকিস্তানের ক্ষতি হইবে। ভারত নিজের দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখিতে যেকোনো ধরনের কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। দেশের সেনাবাহিনী হইতে শুরু করিয়া জনগণ তাহাতে ঐক্যমতে পৌঁছিয়াছেন।

ডিউটিতে থাকাকালীন মদ্যপানের অভিযোগে আগরপাড়া স্টেশনের রেলকর্মী সাসপেন্ড

আগরপাড়া, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ডিউটিরত অবস্থায় মদ্যপানের অভিযোগে আগরপাড়া রেল স্টেশনের এক কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মহেশ পাসোয়ান নামে ওই রেলকর্মী গত শুক্রবার ডিউটির সময় মত্ত অবস্থায় ট্রেনের ভুল সময়সূচি ঘোষণা করেন, যা যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এই ঘটনায় স্টেশনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং ক্ষুব্ধ যাত্রীরা ওই কর্মীকে তাড়া করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় যাত্রীরা ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন।

রেল কর্তৃপক্ষ ঘটনার পরপরই দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করে। তদন্তে প্রমাণিত হয়, মহেশ পাসোয়ান মত্ত অবস্থায় ট্রেনের ভুল সময়সূচি ঘোষণা করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি, আগরপাড়া স্টেশনের ম্যানেজারকেও শোকজ করা হয়েছে।

শিয়ালদহের সিনিয়র ডি সি এম পবন কুমার জানান, পোর্টার এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করেছিলেন এবং কেন তিনি মত্ত অবস্থায় ঘোষণা করেছিলেন, তার কোনো সদুত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। এই বিষয়ে রেলের পক্ষ থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়ার পর দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এছাড়া, এই ঘটনার পর রেলের কমার্শিয়াল বিভাগের সঙ্গে অপারেশন বিভাগের মধ্যে মতানৈক্যের সূত্রপাত হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে ভবিষ্যতে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সঠিক পরিষেবা নিশ্চিত করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নলহাটি স্টেশনের কাছে ট্রেনে কাটা পড়ে পাইকপাড়ার ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু

নলহাটি, ১০ সেপ্টেম্বর(হি.স.) : নলহাটি রেলস্টেশন সংলগ্ন রেললাইনে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল পাইকপাড়া গ্রামের এক ব্যক্তির। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকাল ১০:৩০ টা নাগাদ নলহাটি রেলস্টেশন সংলগ্ন সবজি বাজারের কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রামপুরহাট থেকে নলহাটির দিকে আসা একটি মালগাড়ির নিচে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম সোমনাথ মাল, বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। তিনি নলহাটি থানার অন্তর্গত পাইকপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে নলহাটি রেল পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তারা ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তুতি নেয়।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রেলপুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং ঘটনার প্রেক্ষিতে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

নবান্নে মঙ্গলবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক

কলকাতা, সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ পূর্ব নির্ধারিত রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকটি রয়েছে। সদস্যদের হাজির থাকতেই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। বস্তুতঃ সাড়া পড়ে গিয়েছে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে। সচিব পর্য্যায়েও ব্যস্ততা তুঙ্গে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েলের অপসারণ জরুরি বলে সরকারকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। এ নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের মধ্যেই গত রবিবার এই স্পর্শকাতর বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর এবং তা প্রকাশ্যেই চলে আসে। জরুরিকালীন ভিত্তিতে ওই সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য নবান্ন''কে জানায় রাজভবন। এনিয়ে চর্চা তুঙ্গে। আন্দোলনকারীদের তরফে অপসারণ চাওয়া হয়েছে পুলিশ কমিশনারের। এখন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে। বর্তমানে ওই পদে তাঁকে রেখে যে তদন্ত চলছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এর তরফেও তা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ। জনস্বার্থ মামলা হয়েছে। প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলে অভিমত রাজনৈতিক দলগুলোর।

গোয়ার মুক্তি সংগ্রামে রামমোহনের লোহিয়ার ভূমিকা

ড. বিমলকুমার শীট

ভারত কেবল ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল না। সেই সঙ্গে ফ্রান্স ও পর্তুগিজেরও উপনিবেশ এর মধ্যে ছিল। পণ্ডিচেরি, মাহে, কারিকল ও চন্দননগর ছিল ফরাসিদের। আর গোয়া ছিল পর্তুগিজদের। ১৯৫৪ সালে ভারতে ফরাসিদের উপনিবেশ ইতি ঘটলেও পর্তুগিজদের উপনিবেশ গোয়া হাত ছাড়া হয় ১৯৬১ সালে। কিন্তু গোয়ার মুক্তির জন্য পথ প্রদর্শক ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম কর্মী এবং একজন সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতা রামমনোহর লোহিয়া (১৯১০-১৯৬৭)। তিনি ভারত স্বাধীনতা লাভের ১ বছর আগেই ১৯৪৬ সালে গোয়ার মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁর জীবদশায়ই তিনি এর ভারতভূক্তি দেখে যান।

রামমনোহর লোহিয়া উত্তরপ্রদেশের আকবরপুরে জন্মালেও বোম্বাইয়ের মারওয়াড়ী বিদ্যালয়ে পড়া শুরু করেন। এই সময় লোকমান্য তিলকের মৃত্যু হলে রামমনোহর লোহিয়া ছাত্রদের হরতাল করতে বলেন। তারপর ছাত্ররা বেরিয়ে পড়ে তিলকের গৃহের উদ্দেশ্যে। এখান থেকে শুরু হল রামমনোহরের জীবনে সংঘর্ষের অধ্যায়। গান্ধীজির ডাকে সাড়া দিয়ে দশ বছরের বালক বিদ্যালয় ছেড়ে দিলেন। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় আই এ পাশ করেন। ১৬ বছর বয়সে পিতা। হীরালালের সঙ্গে গৌহাটি কংগ্রেসে যোগ দিতে ও বেড়াতে গেলেন। পিতা ব্যবসা সূত্রে কলকাতায় বসবাস তুলে আনলে পুত্র রামমনোহরও কলকাতায় আসেন। ভর্তি হন - বিদ্যাসাগর কলেজে। রাজনীতিতে প্রবেশের সেইটিই ছিল মহেন্দ্রক্ষণ। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের ব্যবস্থাপনায় রামমনোহর প্রচুর খাটলেন। ঐ বৎসর সাইমন কমিশন ভারতে এলে আসমুদ্র হিমাচল রব উঠল 'সাইমন ফেরৎ যাও'। কলকাতায় ছাত্রসমাজকে এই অসহযোগিতার জন্য প্রস্তুত করলেন এবং স্বয়ং তাঁর অগ্রভাগে রইলেন রামমনোহর। ১৯২৮ সালের শেষ দিকে কলকাতায় জওহরলাল নেহরুর অধ্যক্ষতায় যে যুব-সম্মেলন হয় তাতে বিষয় নির্বাচন বিভাগের ই সদস্য ছিলেন রামমনোহর। এই যুব-সম্মেলনে জওহরলাল ও রামমনোহর উভয়ই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। রামমনোহরের মেধা, বাগ্মীতা, জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও ধৈর্যনিষ্ঠা জওহরলালের মনে গভীর দাগ কেটেছিল। এর পর রামমনোহর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "লবণ সত্যাগ্রহ" বিষয়ক গবেষণা প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করে ডক্টরেট উপাধি লাভ করে দেশে ফেরেন। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস Socialist Party গঠিত হলে রামমনোহর এই দলের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'কংগ্রেস সোশিয়ালিষ্ট' এর সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৯৩৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে এলাহাবাদে Congress Socialist Party-র একটি জনসভা হয়। সেই সভায় লোহিয়া তৎকালীন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে স্পষ্টই বলেছিলেন যে 'পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য এই মহাযুদ্ধের ভূমিকা প্রস্তুত করেছে। ভারতীয় জনতা কিন্তু এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে না। আর অগত্যা যদি যুদ্ধ লেগেই যায় তাহলে ভারতীয় জনতা নিজেদের স্বাধীনতার সংগ্রামের গতি তীব্র করার জন্য একে ব্যবহার করবে। ভারত ছাড় আন্দোলন গোপনে থেকে পরিচালনা করলেন রামমনোহর লোহিয়া। ১৯৪৪ সালে ২২মে তিনি ধরা পড়লেন। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা অতি বিচিত্র রূপ ধারণা করল। ১৯৪৪এর শেষের দিকে গান্ধি কারামুক্ত হলেন। ১৯৪৫ এর মাঝামাঝি কংগ্রেসের কার্যসমিতির সদস্যরাও মুক্তি পেলেন। লোহিয়া ও জয়প্রকাশের মুক্তি না হওয়ায় গান্ধী খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে লোহিয়া ও জয়প্রকাশকে সরকার মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। ১৯৪৬ সালের ১০জুন জেল থেকে বেরিয়ে তখন দু-মাসও হয়নি। রামমনোহর গোয়া গিয়েছিলেন। বিশ্রাম নেবার। স্বাস্থ্য লাভ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেখানে তখন এক বিরাট গোলমাল সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও গোয়া ভারতেরই একটি অংশ। কিন্তু গত দুশ বছর সে পর্তুগালের শাসনাধীন। সেখানকার জনসাধারণের দুর্গতির আর শেষ ছিল না। বন্ধুর বাড়িতে লোহিয়া গিয়ে পৌঁছান মাত্র সারা গ্রামে হৈ হৈ পড়ে গেল। ৪২এর নায়ক এসেছেন। অধ্যাপক, বিদ্যার্থী, ব্যবসায়ী, পুলিশের কর্মচারী, কেরানী সব রকমের লোকই আসত লোহিয়ার কাছে, আর তাঁর সঙ্গে কথা বলে উদ্বুদ্ধ হত। এদের কাছেই গোয়ার সঠিক অবস্থা জানার সুযোগ পেলেন লোহিয়া। গোয়ায় কারও বাড়িতে বিয়ে হবার কথা হলে, বিবাহের নিমন্ত্রন-পত্র ছাপাতে দেবার আগে সরকারি অনুমোদন নিতে হত। লোহিয়া এই ঘটনা শুনে অবাক হলেন। তিনি স্থির করলেন- এ অন্যায়ের বিরোধিতা করতে হবে নামতে হবে।

গোয়ার বিভিন্ন রচনাত্মক কর্মপন্থার নায়ক শ্রীপুরুষোত্তম কাকোড়কর কয়েকটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে লোহিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ১৫ জুন পাঞ্জিমের সভায় লোহিয়া দু-ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। সারা গোয়াতে দুশো স্বাধীনতা প্রেমিকের কাছে পোস্টকার্ড ছাপিয়ে খবর পাঠান হল। খুব সফল সভা হল। সভার খবর পেয়ে গোয়ার গভর্নর চিন্তায় পড়লেন। সভা চলাকালে তিনবার সভার আসে পাশে ঘুরে গেলেন। ১৭ জুন মণ্ডগাঁওয়ে দামোদর বিদ্যাভবনে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একত্রিত হলেন। সেখানে লোহিয়াকে কেউ কেউ বললেন, 'আপনি মাস ছয়েক অপেক্ষা করুন। আমাদের প্রস্তুত হতে ছয় মাস সময় দিন। তারপর ফিরে এসে আপনিই আন্দোলন আরম্ভ করবেন'। এই কথায় লোহিয়া বিরক্ত হলেন। ১৮ জুন মণ্ডগাঁওএ সভা হল। শতাব্দীর পর শতাব্দীর দাসত্বে জর্জরিত ও পীড়িত জনতাও জেগে উঠল। উৎসাহ ও উদ্দীপনায় লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে জড়ো হতে লাগল। মণ্ডগাঁওয়ের ট্রেনগুলিতে প্রতি স্টেশন থেকে হাজার হাজার যাত্রী উঠতে লাগল। সকলের মুখেই এক স্লোগান 'লোহিয়া জিন্দাবাদ' 'মহাত্মা গান্ধির জয়'! বন্ধুবর ডা. মেনেজিসের সঙ্গে লোহিয়া সভা ভবনের দিকে এলেন ঘোড়াগাড়ি চেপে। পুলিশ কমিশনার এসে দুজনকে গ্রেপ্তার করলেন। পরিস্থিতি অনুমান করে লোহিয়া তাঁর ভাষণটি আগেভাগেই ছাপিয়ে রেখেছিলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতে তখন তাঁর ছাপান বক্তৃতা উপস্থিতি জনমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করা হলো। বক্তৃতায় লোহিয়া বলেছিলেন, 'গোয়ার জনগণের জীবন অত্যন্ত দুঃখে পরিপূর্ণ। তারা উদগ্রীব হয়ে ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে। গোয়াবাসীরা তাঁদের সরকারের ওপর বিরক্ত কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করার রীতি তারা জানে না। পর্তুগালীয় সরকারের শক্তিকে আমি ভয় পাই না, কেননা, এদের থেকেও শক্তিমান যে ইংরেজ আজ তাঁর শক্তিও নিঃশেষিত হতে চলেছে।... গোমন্তবাসীরা যদি আমার কাছে নাও আসত। তাহলেও আমি চুপ করে বসে থাকতাম না। গোয়া ভারতের অংশ আর আমি ভারতবাসী। প্রত্যেক ভারতীয়র কর্তব্য গোমন্তবাসীকে সাহায্য করা। বক্তৃতাটি ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল এবং গোয়ার সমস্যা এরপর থেকে প্রত্যেক ভারতবাসীর নিজস্ব চিন্তা ও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

গোয়ার প্রতিটি শহরে হরতাল। শান্ত গোমন্তক ভূমি যুদ্ধভূমিতে পরিণত হল। গোয়াবাসি মিউনিসিপ্যাল ভবনের কাছের চকের নাম বদলে রাখল, "লোহিয়াচক" আর রোজ সেখানেই সভা হতে লাগল। এর মধ্যে হঠাৎ লোহিয়া ও ডা. মেনেজিসকে ছেড়ে দেওয়া হল। সরকার হার স্বীকার করল। এতকাল পরে সরকারি আদেশপত্র বেরুল, তার দ্বারা জানানো হল যে, সভা করতে বা বক্তৃতা দিতে সরকারি মঞ্জুরির প্রয়োজন নেই। গোয়ার সীমান্ত পথে লোহিয়াকে বোম্বের পথে ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে গোয়ার মুক্তি নিয়ে জাতীয় নেতাদের মধ্যে তীব্র মনান্তর হল। জওহরলাল নেহরু বোম্বেতে বললেন, 'ছোট ছোট লড়াইয়ের পরম সুন্দর অবয়বের উপর গোয়া এক বিষফোড়া। ভারত স্বাধীন হবার পর ওটিকে আঙ্গুলের চাপে গেলে ফেলতে সময় লাগবে না'। নেহরুর বিবৃতির উত্তরে ১২ জুলাই লোহিয়া পাল্টা বিবৃতি দিলেন। বললেন, 'মানছি কাশ্মীর নামক ফোড়ার তুলনায় এই প্রথম ফোড়াটি ভারতের মুখাবয়বকে কমই হতশ্রী করছে। কিন্তু ভারতের যে কোনও প্রান্তের তুলনায়, গোমন্তবাসী আরও অনেক বেশী বিধিনিষেধের বন্ধনে বন্দী। গোয়ার চিন্তাশীল জনসমূহ অত্যাচারী আইনের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সহিত রুখে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় জনমানসের সহানুভূতিও ওদের প্রতি যথেষ্ট আছে। আমরা গান্ধীর সমর্থন লাভ করছি। অতএব অন্য নেতাদের মতামতের প্রয়োজন আমাদের নেই'। ঠিক সেই সময় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলও বলে বসলেন যে গোয়ার মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে আমাদের কোনও যোগ নেই। লোহিয়ার সব চাইতে বড় আঘাত লাগল যখন জয়প্রকাশ বললেন যে গোয়ার ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই, তাঁর থেকে আরও অনেক বেশী প্রয়োজনীয় কাজ আমাদের সামনে আছে এখন।

গান্ধিজি কিন্তু লোহিয়াকে সমর্থন করলেন। ১৪ আগস্ট ১৯৪৬-এর 'হরিজন' গর্ভনরের চিঠির উত্তরে গান্ধি লিখেলেন, হতে পারে, ডা. লোহিয়া ও আমি রাজনীতিতে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করি। তিনি মানুষকে আত্মসচেতন করেছেন, তাঁকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছেন, এই কারণে উনি আমার প্রশংসার পাত্র। ডা. লোহিয়া তাঁদের প্রাণে যে বিদ্রোহের মশাল প্রজ্বলিত করেছেন তা যদি গোয়াবাসীরা নিভে যেতে দেন তাহলে সেটাই তাঁদের পক্ষে বিপজ্জনক হবে। আপনারা এবং গোয়াবাসী উভয়েরই উচিত ডা. লোহিয়াকে এই মশাল প্রজ্বলিত করার জন্য ধন্যবাদ জানানো-'।

লোহিয়া কিন্তু একাই গোয়ার ঢাক পেটানোর কাজ চালিয়ে গেলেন। পুনরায় তিনি গোয়া যাত্রা করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ফলে গোয়ার সভা মিছিল, ধর্মঘটের বান ডাকল। গোয়া সরকার পাঁচ বছরের জন্য লোহিয়ার গোয়া প্রবেশ নিষিদ্ধ করল। অবশেষে ১৯৬১ সালে ১৭ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সেনা পাঠিয়ে গোয়াকে ভারতভূক্ত করলেন। শেষ হাসি হাসলেন রামমনোহর লোহিয়া।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ধর্মচেতনার আলোয় নজরুল

অনুরাধা সান্যাল

১৯২২ থেকে ১৯৪২--এই নাতিদীর্ঘ সময়ের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে ও গানের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন আল্লাহ্র আশীর্বাদপ্রাপ্ত এক সন্তান, কাজী নজরুল ইসলাম। এই কথাসাহিত্যিক, কবি ও গীতিকারের আবির্ভাব ধূমকেতুর মতো। তিনি মানবপ্রেমী, মানব- মিলনের স্বপ্নে উদ্বেলিত অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এক মহাপ্রাণ, যিনি নিজেকে কল্পনা করেছিলেন "শিবশক্তি" রূপে। তীর সাধনা শক্তির, তাঁর ধর্ম স্বদেশপ্রীতি। কবি নজরুলের কল্পনায় শিবশক্তির নামান্তর বিদ্রোহ, বিপ্লীব ও স্বাধীনতা। তার রচনায় ধর্ম এসেছে প্রসঙ্গবৈচির্তে এবং সর্বদাই মানবতার অনুসঙ্গ হিসেবে। তিনি সর্বতোভাবে অসাম্প্রদায়িক বলেই আল্লাহ্- ঈশ্বর, কৃষ্ণ মুহম্মদ, কোরাণ-পুরাণ, শশান-গোরস্থান মিলেমিশে গেছে তার রচনায়। পারিবারিক সূত্রে বিশেষ ধর্মানুভূতির দ্বারা লালিত হলেও ধর্মের অন্তর্নিহিত আত্মোপলব্ধিতে নজরুল নিজেকে নিয়ে গেছেন সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

তাঁর ধর্মবিশ্বাসে জোরজবরদির স্থান নেই। বিশ্বাসযোগ্য অনুভবই তাঁর কাছে ধর্ম। ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির, স্বতন চরিত্রের, আত্মভোলা এই কবির কাছে যিনি সাকার, তিনিই নিরাকার। সেখানে নেই রাম-রহিমে কোনো ভেদাভেদ। এই বিশ্বাসের জন্য একসময় তিনি হয়েছিলেন নিন্দিত, সমালোচিত। কিন্তু তার আপন বিশ্বাসে কোনোদিন ভাঙন ধরেনি। ইসলামি সঙ্গীতের পাশে শ্যামাসঙ্গীত জিন দেখিয়েছেন অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁর সৃষ্টিতে অপূর্বভাবে এসেছে রাধাকৃষ্ণেরে লীলা। তিনিই একমেবদ্বিতীয়ম্- যিনি ইসলামি গানের পাশে তুলে ধরেছেন হিন্দু দেবদেবীদের। ইসলামের মূর্তিপূজার বাধা অগ্রাহ্য করেছেন হেলায়। শ্যামাসঙ্গীতের পাশাপাশি ইসলামিক গান একই সমাজের হৃদয় জয় করার প্রচেষ্টায়। সেই অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে হিন্দুধর্মের সাকার কল্পনায় দুই বিপরীত ধর্মকে তিনি বেঁধেছেন একই বৃন্তে- "দেখবো চেয়ে জননী তুই সাকার না নিরাকারা কেমন করে কালী হয়ে নামে বরহ্মজ্যোতিধারা।

সৃষ্টিসুখের উল্লাসে, আত্মত্যাগের মন্ত্র নিয়ে, দানবশক্তি দমনের কল্যাণব্রতে কলম শানিয়েছিলেন যে বিদ্রোহী, ১৯৩০ সালে এক প্রচণ্ড আঘাতে শোকবিহুল সেই কবিই ঈশ্বরের শোকসুন্দর রূপত্ত জলে এলি, আমার বুকের ব্যথায় আসনপাতা, বস্ মা সেথা দুখদুলালী।"

সেসময় বসন্তরোগ ছিনিয়ে নিয়েছেনজরুলের একমাত্র নয়নমণি, পুত্র বুলবুলকে। শক্তিময়ী শহরীর চরণকমলে রাঙাজবার অর্পণে তিনি উজাড় করে দিয়েছেন তীর জীবনের পুঞ্জীভূত দুঃখ, অভিমান। ঈশ্বরচিন্তা, ঈশ্বরবিশ্বাস ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব চিন্তাধারা। হিন্দুকন্যার পাণিগ্রহণে কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি প্রভাবিত হননি। তাঁর জীবনে ধর্মীয় ভাবনায় যে পরিবর্তন এসেছিল তার মূলে রয়েছে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের বিশেষ অবদান। আন্দামান বন্দিদের অন্যতম এই বিপ্লবী পরিচালনা করতেন চিত্তরঞ্জন দাসের (দেশবন্ধু হবার আগে) মাসিক কাগজ 'নারায়ণ'। সেইসময় হিন্দু দেবদেবী নিয়ে নজরুলের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'উপাসনা' পত্রিকায়। বুলবুলের মৃত্যুর পর লালগোলা হাইস্কুলের হেডমাস্টার বরদাচরণ মজুমদারের সান্নিধ্যে আসেন নজরুল। তিনি ছিলেন গৃহী-যোগী। নজশ্রুতি ছিল---যোগাসাধনায় নাকি সিদ্ধ বরদাচরণ। তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে কালীসাধনায় মগ্ন হলেন নজরুল। নজরুল রচিত ভক্তিগীতিতে মায়ের পূজার আড়ালে তিনি চেয়েছেন শক্তি। এ শক্তির নেই জাতিভেদ-ধর্মভেদ-বর্ণভেদ। দশভুজার কাছে তাই কবির প্রার্থনা "যে চরণে তোর বাহন সিংহ, মহিষ-অসুর মথিয়া যায়, যদি বর দিস, দিয়ে যা বরদা, দিয়ে যা শক্তি দৈত্য-ত্রাস।' নজরুলের ধর্মভীবনা মিলিত হয়েছে মানবকল্যাণের

মোহনায়। দেশ ও জাতির মঙ্গলকামনায় রচিত তার কাব্য। পুরাণের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে ভক্তিমাহাত্মের তাৎপর্য তিনি দেখিয়েছেন তার রচনায়। কবির ভাবনায় সংবেদনশীল মানবহৃদয় কোরান, পুরাণ, বেদ, বাইবেল, ত্রিপিটকের চেয়েও পবিত্র। ঈশ্বরের সানিধ্য যদি হয় ধর্মাচরণের মূল কথা তবে মানুষকে পর ভেবে ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই কবির 'সকল দেবতার বিশ্ব-দেউল' মানুষের হৃদয়—মন্দির, সমজিদ, গির্জা নয়। আল্লাহ্ ও হরির মধ্যে ভিন্নতা দেখেননি বলেই তিনি দেখেছেন 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় আলোর নাচন' এবং তার পাশাপাশি 'আমেনা মায়ের কোলে' শিশু মহম্মদের নয়নাভিরাম হাস্যোজ্জ্বল ছবি। কালীসাধনায় মগ্ন থেকে অনুভব করেছেন কেনই বা 'মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব, যার হাতে মরণ বাঁচন।'ধর্ম সম্বন্ধে কবির নির্ভয় উক্তি প্রমাণ করে তার সত্য স্বীকার করার সাহস। তাই তো একদিকে
"দে জাকত্ মুর্দা মুসলিমের ভাঙাইতে নিদ", অন্যদিকে আহান করেন আরাধ্য দেবীকে, "মাগো, চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়।" সনাতনী
নজরুল লেখেন গোঁড়ামির শৃঙ্খল ভাঙার গান। ছোয়াছুয়ির বিচার যখন ভেঙে দেয় মানবতার কাচের মিনার, তখন তীর লেখনীতে সৃষ্টি হয়- "জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া, ছুলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া" জাতের দোহাই দিয়ে মানুষকে পর করা কবির কাছে চরম অধর্ম। তিনি বলেন- 'নারায়ণের জাত যদি নাই, তোদের কেন জাতের বালাই? তোরা ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মা'র মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া।' নজরুলের ইসলামি সঙ্গীত, 'হামদ্' ও 'নাত' যেমন আল্লাহ্-মুহম্মদের শক্তিতে শক্তিমত্ত হওয়ার প্রয়াস, তেমনই শ্যামাসঙ্গীত, 'গেবীস্তুতি', 'দশমহাবিদ্যা' ও 'হরপ্রিয়া'তে দেখা যায় আদ্যাশক্তির কাছে শক্তি কামনার আপ্লুত আবেগন। ইসলামি অধ্যাত্মবাদের গভীরতায় পূর্ণ নজরুলের ইসলাম রচনাগুলি থেকে তাঁকে নিষ্ঠাবান মুসলমান ছাড়া অন্য কিছু ভাবা সম্ভব নয়। আবার শ্যামাসঙ্গীত থেকে শুরু করে হরপ্রিয়া' ভৃতি কাব্যগ্রন্থ পড়লে এ কবি যে হিন্দু নন এমন সংশয় কখনই পাঠকের মনে আসে না। যেমন, "দেবীস্তুতি"তে রয়েছে আদিশক্তি পরমব্রহ্মার প্রকারভেদ ও বিভিন্ন সময়ে তার রূপভেদ। সেখানে পরমব্রহ্মারূপিণী শক্তির নামান্তর "আদ্যাশক্তি"। আদি অন্তহীন কালের বক্ষে লীলা করেন বলেই তিনি কালী। তার বন্দনায় কবি রচনা করেন সেই অমরগীতিত্ত পরমা প্রকৃতি জগদমিকা ভবানী ত্রিলোক পালিকা।" কালীনামের জপমালা যখন হয়ে ওঠে কবির সুখদুঃখের সাথী, তখন তিনি গেয়ে ওঠেন- আমার আর কোন গুণ নেই মা, তোর নামের রূপকাশ্রয়ী "দেবীস্তুতি"তে বিভিন্ন অবতারকে আদ্যাশক্তির অংশ ছাড়াও কবি দেখেছেন অভয়মন্ত্রেরে অভয়দাতা হিসেবে। ধর্মের গ্লানি, অধর্মের উৎপীড়নে সে শক্তি অবতাররূপে প্রকাশিত। এই মহাশক্তকে কবি আহান জানান নতুন মাতৃমন্ত্র। তার কামনা প্রতি ঘরে ঘরে যেন শক্তি দিয়ে মায়ের সিংহাসন, প্রতিষ্ঠা হয়। শক্তিমন্ত্রের সাধক তীর "শিভ-নিশুভ", "মধু- করেছেন রূপকী ব্যঞ্জনার। তার মতে, মধু কৈটভ" যেমন অধৈর্য ও অবিশ্বাস নামক দুই দৈত্য, মহিষাসুরও তেমন ক্রোধের প্রতীক এবং শিস্ত-নিশুস্ত্, কামনা-বাসনার। কবির পুজা যেন শুভাকাঙক্ষার চর্চা, অশৃতের সন্ধান। তার কাছে পরমাত্মার বেদনাসুন্দর রূপ হরি। তার লীলারপে মুগ্ধ কবি রচনা করেন যদি সব হরিলে নিখিল-হরণ, এবার এ চরণে শরণ দিও।? এই হরিকে তিনি দেখেছেন বহুরূপে। "দর্পহারী কৃষ্ণমুরারী"র শরণে শোক-তাপতরান্তির অবসান ঘটিয়ে বিলীন হতে চেয়েছেন তিনি। মোক্ষলাভের আকুতিতে কবি একদিকে যেমন নেন খোদাতালার শরণ, তেমনি অন্যদিকে আরাধনা করেন স্ত্রী রঘুপতি রামের। রক্তাম্বর ধরণীতে শক্তির চণীরূপই কবির কাম্য শুধুমাত্র জাতির কল্যাণের জন্য। একথা সত্য যে, উনিশ শতকের শেষ দিকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল প্রবল ধর্মীয় চেতনা। নজরুলই সর্বপ্রথম তীর "কুহেলিকা" উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদকে অসানদায়িক ও ধর্মমুক্ত আন্দোলন হিসাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। "মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে নজরুল বলেছেন "কোরাণের চেয়ে বড় পরাণ"। কজন বলতে পেরেছেন এমন কথা। সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেনত্ত "..আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব তখন সেখানে নজরুলের গান গাওয়া হবে। যখন কারাগারে যাব, তখনও তীর গান গাইব। ... কবি যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়- সমগ্র বাঙালি জাতির।" সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারের মধ্যে যিনি পরম- নিত্যম নিত্য পূর্ণম- তাকেই নজরুল মনে মধুর রূপ দর্শন করেছি, তিনি যদি আমার সর্ব- অস্তিত্ব গ্রহণ করে আমার আনন্দমরী প্রেমমরী জর্জরিত কুৎসিত সাম্প্রদায়িকতা, ভেদজ্ঞান সুন্দর করে যাব।... এই অসাম্য ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে, প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম- অসুন্দরকে ক্ষমা মুসলমানের সকল জাতির উর্ধ্বে যিনি 'একমেবদ্বিতীয়ম্' তারই দাস হয়ে।" **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

২০২৪-এর আগস্ট মাসে পণ্য লোডিঙে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য বিকাশ

মালিগাঁও, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে তার গ্রাহকদের পরিষেবা দিতে এবং প্রান্তীয় ব্যবহারকারীদের কাছে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর সময় অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিত করতে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা নিরলসভাবে কাজ করা হচ্ছে। পণ্য লোডিঙের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্রমাগতভাবে অগ্রগতি লাভ করছে এবং ২০২৪-এর আগস্ট মাসে ০.৮০৩ মিলিয়ন টন বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর লোডিং নথিভুক্ত করেছে।

২০২৪-এর আগস্ট মাসে কিছু সামগ্রী লোডিঙের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিনথিভুক্ত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় সংশ্লিষ্ট মাসে সিমেন্ট লোডিঙের বৃদ্ধি ঘটেছে ১১২.৫ শতাংশ, পিওএল লোডিঙের বৃদ্ধি ঘটেছে ৩.৭ শতাংশ এবং সার লোডিঙের বৃদ্ধি ঘটেছে ১০০ শতাংশ। বিগত অর্থবর্ষের একই সময়ের তুলনায় অন্যান্য সামগ্রী যেমন, টিম্বার ও ব্যালাস্ট লোডিঙে বৃদ্ধি ঘটেছে যথাক্রমে ১৫০০ এবং ১৩ শতাংশ। একই সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবর্ষের তুলনায় বিভিন্ন সামগ্রীর লোডিঙের ক্ষেত্রে ১২২.২ শতাংশ বৃদ্ধি নথিভুক্ত করা হয়েছে।

পণ্য লোডিঙে ক্রমাগত এই বৃদ্ধি অঞ্চলটির বর্ধিত অর্থনৈতিক কারাকলাপের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। ২০২৪-এর আগস্ট পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ক্রমবর্ধমান পণ্য লোডিং ৪.৪৭৭ মিলিয়ন টনে পৌঁছে গেছে, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮ শতাংশ বৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে। পণ্য পরিচালনার এই ঊর্ধমুখী প্রবণতা অঞ্চলটির অর্থনৈতিক গতিশীলতার বৃদ্ধি ঘটানোর পাশাপাশি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য উল্লেখযোগ্য রাজস্বও সৃষ্টি করেছে। পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে যেহেতু উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্রমাগত অগ্রগতি লাভ করছে, তাই নির্ভরযোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে প্রযুক্তির উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যার ফলে ভবিষ্যতে আরও বিকাশ নিশ্চিত হবে।

তিন স্বাস্থ্যকর্তার অপসারণের দাবিতে স্বাস্থ্যভবন অভিযানে জুনিয়র ডাক্তাররা

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : স্বাস্থ্যসচিব সহ তিনজনের ইস্তফার দাবিতে অনড় জুনিয়র ডাক্তাররা। স্বাস্থ্যভবন অভিযান শুরুর আগেই জুনিয়র ডাক্তাররা সাফ জানালেন, স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম, স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা, স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে পদত্যাগ করতেই হবে। তা না হলে স্বাস্থ্যভবনের সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান চলবেই। ফলে আন্দোলনকারীদের কাজে যোগদানের সম্ভাবনা বড় প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এদিকে, জুনিয়র ডাক্তারদের অভিযানকে কেন্দ্র করে অশান্তির আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে স্বাস্থ্যভবন।

সোমবার বিকেলে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা তাঁদের নতুন কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছেন। এই দাবিপূরণের জন্য, মঙ্গলবার করুণাময়ী থেকে স্বাস্থ্যভবন পর্যন্ত অভিযানের ডাক দেন তাঁরা। দুপুর ১২টা থেকে শুরু হয়েছে জুনিয়র ডাক্তারদের মিছিল। প্রতীকী মস্তিষ্ক হাতে নিয়ে মিছিলে হাঁটছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। তাঁদের বক্তব্য, রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে একের পর এক দুর্নীতি হয়ে গেলেও স্বাস্থ্য ভবনের তরফে এতদিন কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। চিকিৎসকদের অভিযোগ, তাঁদের আন্দোলনকে দমাতে নানা পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যভবনের কর্তাদের 'মস্তিষ্ক উপহার' দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা।

এদিকে, সোমবার জুনিয়র চিকিৎসকদের কাজে ফেরার সময় বেঁধে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। কর্মবিরতি প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। পালটা রাজ্যকেই ডেডলাইন বেঁধে দেন আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা। মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে তাঁদের পাঁচ দাবি মানতে হবে। তবেই তাঁরা কাজে ফেরার প্রস্তাব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করবেন বলে জানিয়েছিলেন। এই পাঁচ দফা দাবির মধ্যে ছিল, স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা, স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির পদত্যাগ। এবার তাতে জুড়ল স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের পদত্যাগও। স্বাস্থ্য দফতরের ভিতরের ঘুঘুর বাসা ভাঙতেই হবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

নবগঠিত অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশনের প্রথম সাধারণ বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নবগঠিত ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশনের প্রথম সাধারণ বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং সরকারের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অজয় কুমার সুদ সহ ঊর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, ২০২০ সালে জাতীয় শিক্ষা নীতির সুপারিশে অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন গঠিত হয়। দেশের সমস্ত স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতির উপর গবেষণার লক্ষ্যেই এটি গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য হল শিল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি বিভাগ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করা এবং বৈজ্ঞানিক ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ছাড়াও রাজ্য সরকারের অংশগ্রহণ ও অবদানের জন্য পারস্পরিক সমন্বয়ের একটি প্রক্রিয়া তৈরি করা।

উত্তরাখণ্ডের পর্যটনমন্ত্রী সাক্ষাৎ করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে

লখনউ, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের পর্যটনমন্ত্রী তথা পূর্ত, সেচ, পঞ্চায়েতি রাজ, ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সাতপাল মহারাজ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে দেখা করলেন। পাশাপাশি তিনি মহিলা কল্যাণ, শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী বেবী রানি মৌর্য্যের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

জানা গেছে, সতপাল মহারাজ লখনউ সফরে গিয়ে মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং মহিলা কল্যাণ ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী বেবী রানি মৌর্য্যের সঙ্গে তাঁদের বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সতপাল মহারাজ তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলেন বলে জানা গেছে।

সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গেল এসএসসি মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পিছিয়ে গেল এসএসসি মামলার শুনানি। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের ডিভিশন বেঞ্চে ২০১৬ সালের ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের মামলার শুনানি ছিল। এদিন অনেক মামলার শুনানি থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এদিন প্রধান বিচারপতি জানান, আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর এই মামলা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সে দিন অগ্রাধিকার দিয়ে এসএসসি মামলার শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে। প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্ট ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্যানেল সম্পূর্ণ বাতিল করে। উচ্চ আদালতের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীর চাকরিহারা হন। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও চাকরিহারাদের একাংশ।

বাহরাইচে খাঁচাবন্দি পঞ্চম নেকড়ে

বাহরাইচ, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মানুষখেকো দুই নেকড়ের একটিকে খাঁচাবন্দি করলো উত্তর প্রদেশের বন দফতর। দুই নেকড়ের আতঙ্কে রীতিমতো ঘুম উড়েছিল উত্তর প্রদেশের বাহরাইচের বাসিন্দাদের। চারটে নেকড়ে ধরা পড়লেও দু'টি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ড্রোন ও ক্যামেরায় নজরদারি চালানো, টোপ সাজিয়েও বাগে আনা যাচ্ছিল না। সেই দু''টি মানুষখেকো নেকড়েকে ধরতে হন্যে হয়ে খুঁজছিল বন দফতর। অবশেষে মঙ্গলবার ভোরে বন দফতরের ফাঁদে ধরা পড়ে পঞ্চম নেকড়ে। তবে ওই দলের আরও এক সদস্য যতক্ষণ না ধরা পড়ছে, ততক্ষণ এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলা যায় না। এদিন বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার ঘাঘরা নদীর কাছে হরবক্ষ পুরওয়া গ্রামে খাঁচা পেতেছিলেন বনকর্মীরা। তাতেই ধরা পড়ে নেকড়েটি।

দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অসহায় গৃহবধূর পাশে দাঁড়ালেন বুলবুল খান, আবারও জেগেছে আশার আলো

মালদা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দেড় বছর আগে হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দুই চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের ভবানীপুর গ্রামের রুমা খাতুন। স্বামী সাগর আলী, যিনি পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক, তার অসুস্থতার পর থেকে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন এবং দিল্লিতে কাজ করতে থাকেন। ছোট্ট কন্যা সন্তানকে নিয়ে রুমা ঠাঁই নেন তার দিনমজুর বাবার বাড়িতে। চিকিৎসার ব্যয় মেটাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন রুমার বাবা সাজিমুদ্দিন, যিনি নিজেও দিন এনে দিন খাওয়া মানুষ। সরকারি রেশন ছাড়া আর কোনো সাহায্য না পেয়ে চরম দুরবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন রুমা এবং তার পরিবার। এই সময় রুমার অসহায় অবস্থার কথা জানতে পারেন মালদা জেলা পরিষদের সদস্য বুলবুল খান। রাজনীতির বাইরে একজন মানব দরদী নেতা হিসেবে পরিচিত বুলবুল খানের উদ্যোগে অনেকের জীবনেই আশার আলো জ্বলেছে। মঙ্গলবার তিনি রুমার বাড়িতে যান এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য স্বপন আলীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। বুলবুল খানের সহায়তায় নতুন করে চিকিৎসার জন্য উদ্যোগী হয়েছে রুমার পরিবার। বুলবুল খান নিজে প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছেন, যাতে রুমা এবং তার পরিবারের পাশে দাঁড়ায় আরো অনেক মানুষ। এই সাহায্যের জন্য রুমা এবং তার পরিবার বুলবুল খানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অসহায় পরিবারের প্রতি বুলবুল খানের এই মানবিক সাহায্য তাদের জীবনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে এবং সমাজের অন্যান্য মানুষকেও এগিয়ে আসার বার্তা দিয়েছে।

পূজার অনুদান নয়, আগে মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হোক: হরিশ্চন্দ্রপুরে তৃণমূল নেতার স্ত্রীর মন্তব্যে চাঞ্চল্য

মালদা, ১০ সেপ্টেম্বর(হি.স.): সরকারি অনুদান নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই হরিশ্চন্দ্রপুরের একটি পূজা কমিটির খুঁটি পুজো থেকে উঠে এলো এক সাহসী বার্তা। অনুদান বড় কথা নয়, বরং সেই টাকায় আগে মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করুক সরকার এমনই দাবি জানালেন এলাকার তৃণমূল নেতা সঞ্জীব গুপ্তার স্ত্রী প্রমিলা ভৌমিক। তিনি হরিশ্চন্দ্রপুর ডেলি মার্কেট মহিলা সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা।

মঙ্গলবার খুঁটি পূজার মাধ্যমে পূজার প্রস্তুতি শুরু করে এই পূজা কমিটি, যাদের এবারের থিম 'সহজ পাঠ'। আরজিকর হাসপাতালে সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই থিমের মাধ্যমে মহিলাদের নিরাপত্তা ও দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে।

প্রমিলা ভৌমিক বলেন, 'অনুদান দিলেও পূজা হবে, না দিলেও হবে। কিন্তু তার আগে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক।' তার এই বক্তব্যের পরেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাঞ্চল্য। বিরোধী দলগুলো তার বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, তিনি রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির কথা সাহসিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। বিরোধীদের দাবি, 'কোনো মহিলাই আজ রাজ্যে সুরক্ষিত নয়, মেরুদণ্ড সোজা রেখে তিনি যা বলেছেন, তাকে কুর্নিশ জানাই।'

যদিও তার স্বামীর দাবি, প্রমিলা ভৌমিকের মন্তব্যটি তার ব্যক্তিগত মতামত।

সঞ্জীব গুপ্তা বলেন, 'আরজিকর হাসপাতালের ঘটনার প্রেক্ষিতে একজন মহিলা হিসেবে তিনি এই মন্তব্য করেছেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের দেওয়া অনুদান অত্যন্ত জরুরি, কারণ এর সাহায্যেই গ্রামবাংলায় পুজোর আয়োজন হচ্ছে। অনুদান না থাকলে অনেক জায়গায় পুজো বন্ধ হয়ে যেত।'

এই বিতর্কের মধ্যেই হরিশ্চন্দ্রপুর পূজা কমিটি ঘোষণা করেছে, তাদের পূজার মূল উদ্দেশ্য মহিলাদের নিরাপত্তা এবং সমাজে নারীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। পূজা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'সহজ পাঠ' থিমের মাধ্যমে তারা দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে বার্তা পৌঁছে দেবেন। পূজা কমিটির মহিলারা জানিয়েছেন, 'অনুদানের টাকার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মহিলাদের নিরাপত্তা। সরকারকে এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।'

এই মন্তব্যের পর থেকে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে এবং তৃণমূলের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

শিয়ালদহের বদলে কঠোর নিরাপত্তায় আলিপুর আদালতে হাজিরা সন্দীপ ঘোষের, আটোসাটো নিরাপত্তা বেষ্টনী

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর(হি.স.): নিরাপত্তার স্বার্থে সন্দীপ ঘোষকে শিয়ালদহ সিবিআই আদালতের পরিবর্তে আলিপুর আদালতে হাজির করা হলো। মঙ্গলবার সন্দীপের শিয়ালদহ আদালতে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু অতীতে আদালত চত্বরে হামলার ঘটনা এবং সম্ভাব্য গণরোষের আশঙ্কায় তিনি শিয়ালদহ আদালতে হাজিরা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সিবিআই এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে ভার্চুয়াল শুনানির আবেদন জানালেও বিচারপতি সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাকে সশরীরে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেন।

গত শুনানির দিন শিয়ালদহ আদালতে কঠোর নিরাপত্তা সত্ত্বেও সন্দীপ ঘোষের ওপর হামলা হয়েছিল।

এরপর থেকেই তার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছিল। এ অবস্থায় মঙ্গলবার তাকে শিয়ালদহ সিবিআই আদালতে ফের হাজিরা দেওয়ার দিন নির্ধারিত ছিল। তবে তার ওপর সম্ভাব্য হামলা এবং গণরোষের আশঙ্কায় সন্দীপ ঘোষ শিয়ালদহ আদালতে যেতে অস্বীকৃতি জানান।

এমন অবস্থায় সিবিআই ভার্চুয়াল শুনানির আবেদন করলেও বিচারপতি তা নাকচ করে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দেন। আদালতের এই নির্দেশের পরই তার নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে সিবিআই কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় তাকে শিয়ালদহের পরিবর্তে আলিপুর আদালতে হাজির করার। আলিপুর আদালতে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

National Scholarship Portal (NSP ২.০) (http://Scholarship.Gov.in) এর মাধ্যমে Top class Education in School for OBC ২০২৪-২৫ ইং শিক্ষাবর্ষে জন্য যেসমস্ত ঞ্জক্ষ্ম ছাত্রছাত্রীরা ঞ্জদ্রদ্রদ্রত্র দরখাস্ত করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে Top class Education in School সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এই Website:- www.obcw.tripura.gov*f*in / http://Scholarship.Gov.in / Instagram:- Facebook Page:- https://www.instagram.com/obcwelfaretripura Directorate for Welfare of Other Backward Classes, Govt. of Tripura ৪৭ মাধ্যমে অবগত হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে এবং উল্লেখ্য যে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্রদ্রদ্রত্র আবেদন করার সময়সীমা আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং পর্যন্ত ধার্য্য করা হয়েছে।

বিস্তারিত বিবরনের জন্য এই নম্বরে ০৩৮১-২৩২-৯০৩৪, ৮৭২৯৮৯৩৩২ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ICA/D-840/24

(Muhammad Sajad P– IAS) Director
OBC Welfare Department

SHORT NOTICE

PNIT NO.: 34/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25 Date 06/09/2024

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD (R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	PNIeT No & DNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1.	PNIT No. 34/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25 &	Upto 3.00 pm On 12/09/2024	At 4.00 pm on 12/09/2024 (If possible)
i)	DNIT No. 64/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25		
ii)	DNIT No. 65/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25		
iii)	DNIT No. 66/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25		
iv)	DNIT No. 72/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25		

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C / 1569/24

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
(Er. Nihar Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpu, west Tripura.

undertaking enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/Railway/Other State PWD for the following work:- Construction of Library Room at Tepania Colony High School,Tepania Block, Gomati District under PM SHREE Scheme.

Sl NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of Library Room at Tepania Colony High School,Tepania Block,Gomati District under PM SHREE Scheme. DRAFT NIT NO: 22/SE/ENGG.CELL/DSE/2024-25 PRESS NIT NO: 27/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25	Rs.28,50,600.00	Rs. 57,012.00	6(Six) month	Up to 3PM 27/09/2024	At 30/09/2024 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of 1(One) unit Additional Classroom at Khumbar English Medium School under Ampinagar Block of Gomati District/2nd Call. DRAFT NIT NO: 16/EE/ENGG.CELL/Samagra/2023-24 PRESS NIT NO: 28/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25	Rs.15,54,000.00	Rs. 31,080.00	4 (Four) month	Up to 3PM 21/09/2024	At 23/09/2024 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on websitehttps://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

ICA/C/ 1560/24

(Er. B.Ch. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

NOTICE INVITING e-TENDER (e-NIT)

Online bid or e-tender is hereby invited on behalf of the Governor of Tripura from the reputed, bonafide, resourceful and registered manufacturers/ manufacturing firms by two bid system for the purchase of 50 no. of approx. 31 to 35 liter capacity storage type biological Cryocontainers with 06 Canisters during the year 2024-25 to be supplied to Central Semen Collection Station (CSCS), Radhakishorenagar Farm Complex, West Tripura, PIN-799008.

The details of tender, quantity, specification, terms & conditions and tender documents will be available in the official websites of http://tripuratenders.gov.in/ www.arddtripura.gov.in and also in the news portal of Tripura www.tripurainfo.com

ICA/C/1565/24

(Dr. Neeraj Kumar Chanchal) Chief Executive Officer
Tripura Livestock Development Agency
Astabal, Agartala.

No. F. 3(231)-AGMC & GBPH/S&P/LAUNDRY SERVICES/2024-25 Dated, Agartala, the

NOTICE INVITING E-TENDER

Medical Superintendent & Head of Department, AGMC & GBP Hospital, Agartala, invites Public Tender for the execution of following work under 02 (two) bid system through e-tendering from bonafide experience, reliable, resourceful & reputed contractor having experience for "Outsourcing of laundry services" in Public Sector Undertaking/Government Sector/ Autonomous Institutions/ Reputed Private Sector:

LIST OF IMPORTANT DATES IN CONNECTION WITH THE BID FOR THE WORK

Sl. No.	Details	Date & Time
1.	Name of Work	Rate contract for Outsourcing of Laundry services at AGMC & GBP Hospital, Agartala.
2.	Period of contract	Valid for 02 (one) years from the date of award of the rate contract. Extendable for a further period of 01 (one) year on satisfactory service.
3.	Tender Estimate Value	Rs. 70,00,000/- Approx.
4.	Earnest Money Deposit (EMD)	Rs.3,50,000/-
5.	Cost of Tender Document	Rs. 2,000/- (Non-refundable)
6.	Date and time of Publishing of Tender	Date: 03.09.24 Time: 4:PM
7.	Document download & uploaded https://tripuratenders.gov.in	Date: 03.09.24 Time: 5:PM Date: 13.09.24 Time: 5:30PM
8.	Date of Pre-Bid Meeting	Date: 10.09.24 Time: 1:00 PM
9.	Place of Pre-Bid Meeting	College Council Room, AGMC & GBP Hospital, Agartala
10.	Bid Opening Date and Time	Date: 24.09.24 Time: 11:00 AM
11.	Place of opening Bids	College Council Room, AGMC & GBP Hospital, Agartala
12.	Bid Validity	180 days from the date of publication of E– tender
13.	Officer Inviting Bids	Medical Superintendent & HoD, AGMC & GBP Hospital, Kunjaban- 799006, Agartala, Tripura (W).
14.	Performance Security	Rs. 7% of Ordered Value
15.	Completion period for the work	2months

Note: All the above mentioned time are as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in. In case the date of opening happens to be a declared holiday, then tenders shall be opened on the next working day at the same time and at the same venue. The tender document can also be seen at AGMC website www.agmc.nic.in. Any amendment/ corrigendum to this e-tender will be published on the AGMC website www.agmc.nic.in& e-procurement portal website https://tripuratenders.gov.in only and not in print media. Bidders should regularly visit these websites to keep themselves updated.

ICA/C/1555/24

Medical Superintendent &
HOD AGMC & GBP Hospital, Agartala.

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

জলপাইয়ের বহুমুখী ব্যবহার

জলপাই আমাদের দেশের একটি সুপরিচিত এবং মুখরোচক ফল। এর চাটনি বা আচার খেতে কম বেশী সকলেরই ভালো লাগে। শীতকালজুড়ে এই ফল বেশি দেখতে পাওয়া যায় এবং কাঁচাপাকা দুই অবস্থাতেই খাওয়া যায়। জলপাইয়ের বহুমুখী ব্যবহার দেখা গেলেও আচার, চাটনি, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি বহুল প্রচলিত দ্রব্য। পাকা ফলে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত তেল থাকে। এছাড়াও এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন- এ, ভিটামিন-সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। বাঙালির জলপাই প্রীতি শুধুমাত্র আচার চাটনি বা স্বাস্থ্যগুণেই আটকে নেই। বরং তা সাহিত্যেও স্থান করে নিয়েছে। যেমন সুকুমার রায়ের অবাক জলপান নাটকে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ তত্ত্ব: এটি একটি চিরসবুজ মাঝারি গাছ যা ১৫-২০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। পাতা মূলত সরল, লম্বাটে, উপবৃত্তাকার উপরিভাগ মসৃণ ও উজ্জ্বল; পত্রফলক অগ্রভাগে সূচালো এবং গোড়ার দিকে গোলাকার। গাছের বাকল ধূসর বা কালো রঙের হয়। সাদা রঙের ছোট ছোট ফুল দেখতে পাওয়া যায়। ফল সবুজ ডিম্বাকার এবং লম্বায় ৩-৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। পাকা ফল তৈলাক্ত শাঁসযুক্ত হয়ে থাকে। যদিও জলপাই ভূমধ্যসাগরীয় আবহাওয়ার ফল। কিন্তু উষ্ণ ও অবউষ্ণ আবহাওয়তেও ভাল ফলন দেয়।

জলপাই মূলত দুই প্রকার: ১) আরবীয় জলপাই যা জয়তুন নামে পরিচিত এই জাত প্রধানত মরুভূমির দেশ সমূহে বেশি দেখা যায় এবং তেল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ২) ভারতীয় জাত বা ইন্ডিয়ান অলিভ যা আমাদের উপমহাদেশীয় দেশগুলিতে বেশি দেখা যায় এবং আচার, চাটনি বা ফল হিসেবে বেশি খাওয়া হয়।

বিস্তার: পশ্চিম এশীয় দেশ অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে জলপাইয়ের আদি বাসস্থান হিসেবে ধরা হয়। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বেই এই ফল পশ্চিম এশিয়া থেকে দক্ষিণে ইউরোপে বিস্তার লাভ করে। পরে এর স্বাস্থ্যগুণ একে সারা বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দেয়। বর্তমানে এশিয়া ও ইউরোপ জুড়ে চাষের বিশেষ সমাদর দেখা যায়। আমাদের দেশের সর্বত্র, বসত বাড়ির আশেপাশে এই গাছ বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্য উপকারিতা: জলপাইয়ের বহুমুখী ঔষধি গুণ যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে অন্যান্য ব্যবহারও। ১) প্রতিদিন একটি করে জলপাই খেলে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব পাশাপাশি এটি আলসারের জন্য বিশেষভাবে উপকারী। ২) জলপাইয়ের একটি মূল উপাদান হল ভিটামিন- এ। যা কোষের অস্বাভাবিক গঠনে বাধা দান করে। ফলে ক্যানসারের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। কালো জলপাইয়ের তেলে বেশি পরিমাণ ভিটামিন-ই থাকে। যা ফ্রিরেডিকেল ধ্বংস করে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে। ৩) জলপাইয়ের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপাদান হল ভিটামিন -সি। যা সর্দি-কাশির মত রোগকে দমন করে। পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। ৪) এই ভিটামিন -সি ত্বকের মসৃণতা বজায় রাখতে খুবই কার্যকরী। ৫) অলিভ ওয়েল হার্ট অ্যাটাকের ঝুকি অনেকটা কমিয়ে দিতে সক্ষম। ৬) অলিভ ওয়েলে উপস্থিত ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট চুলের গোড়া মজবুত করে। ফলে চুল পড়ার সমস্যা কমে যায়। ৭) নিয়মিত জলপাই সেবন পিত্ত রসের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে পিত্তথলিতে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। ৮) বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে জলপাই অ্যালার্জি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ৯) জলপাই রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কার্যকারী। ১০) পাশাপাশি জলপাই ফাইবার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বিভিন্ন ভিটামিন-এ এর একটি সহজলভ্য উৎস।

অন্যান্য ব্যবহার: ১) এটি একটি টকজাতীয় ফল তাই আচার ও চাটনি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ২) কাঁচা ও পাকা ফল এমনিতেই খাওয়া যায়। ৩) অনেকেই ডাল বা তরকারিতে ও জলপাই ব্যবহার করেন। ৪) জলপাই কাঠের আসবাবপত্র তুলনায় অনেক কম দামি। ৫) এছাড়াও এই কাঠ বিভিন্ন গৃহ সামগ্রী তৈরিতে ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

চারা তৈরি: জলপাই খুব সহজেই বীজের দ্বারা চারা তৈরি করা যায়। তবে বীজের আবরণ অনেক শক্ত, তাই বপনের আগে বীজের সুপ্তাবস্থা ভাগানো দরকার। বীজ লাগানোর আগে ২৪-৩০ ঘন্টা পর্যন্ত জলে ভিজিয়ে রাখা উচিত। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার কলম পদ্ধতিতে চারা তৈরি করা যায়। চোখ কলম, গুটি কলম ও শাখা কলম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জমি নির্বাচন:

জলপাই জমা জল একদম সহ্য করতে পারে না, তাই বন্যার জল জমে না এমন উঁচু বা মাঝারি জমি নির্বাচন করতে হবে। এছাড়াও জল নিকাশি ব্যবস্থার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। চারা লাগানোর আগে জমির আগাছা ভালোভাবে পরিষ্কার করে হালকা চাষ দিয়ে নিতে হবে।

রোপণের সময়: জলপাই চারা লাগানোর সর্বোৎকৃষ্ট সময় হল মে-অক্টোবর মাস। তবে জমিতে জল সেচের সুবিধা থাকলে বছরের যেকোনো সময় চারা রোপণ করা যায়।

গর্ত তৈরি: চারা রোপণের আগে গর্ত (পিট) তৈরি করে নিতে হবে। মোটামুটি ৮-১০ মিটার দূরে দূরে গর্ত খুঁড়তে হবে। গর্তের আকার মোটামুটি ৯০ সেন্টিমিটার অ ৯০ সেন্টিমিটার অ ৯০সেন্টিমিটার হওয়া উচিত। গর্ত করার সময় উপরের অর্ধেক মাটি একদিকে ও নিচের অর্ধেক মাটি বিপরীত দিকে রাখতে হবে। এরপর গত খোলা অবস্থায় রেখে ১০-১৫ দিন ভালোভাবে রোদ খাইয়ে নিতে হবে যাতে কোন প্রকার রোগ জীবাণু না থাকে। গর্ত ভরাট করার সাত দিন আগে গর্ত প্রতি ১০-১৫ কেজি গোবর সার, ২৫০-৩০০ গ্রাম পটাশ, ৩০০-৪০০ গ্রাম এসএসপি, ২০০ গ্রাম জিপসাম এবং ৫০ গ্রাম দস্তা সার মাটির সাথে ভালো করে মিশাতে হবে। এরপর উপরের ভাগের মাটি প্রথমে এবং নিচের ভাগের মাটি শেষে দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। মাটিতে রস কম থাকলে সেচের ব্যবস্থা করা উচিত।

চারা রোপন ও পরিচর্যা: গর্ত ভরতির ৭-১০ দিন পর চারাগুলোকে গর্তের ঠিক মাঝখানে বসাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে চারার গোড়া যেন কোনওভাবে আঘাতপ্রাপ্ত না হয় এবং গাছ সোজা থাকে। ছোট চারার চারদিকে অবশ্যই বেড়া দিতে হবে। চারা রোপণের পর কয়েকদিন পর পর জল দিতে হবে। তারপর এক দুদিন পর পর জল দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতেই চলবে।

সার প্রয়োগ: যদিও আমাদের রাজ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে জলপাই চাষ তেমন প্রচলিত নয়, তবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভাল ফলন চাইলে অবশ্যই প্রতি বছরের নিয়ম মেনে সার প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। দুপুরবেলা গাছের ছায়া যতটুকু জায়গা জুড়ে পড়বে সেই ছায়া বরাবর কোদাল দিয়ে গাছের চারদিকে মাটি খুঁড়ে রিং বানাতে হবে। তারপর সেই মাটিতে ভালভাবে সার মিশিয়ে জল দিতে হবে। চারার বয়স বাড়ার সাথে সাথে সার প্রয়োগের মাত্রা বাড়াতে হবে। সার সমান প্রয়োগ তিনটি কিস্তিতে করা দরকার। প্রথমবার বর্ষার ঠিক আগে(বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য) মাসে, দ্বিতীয়বার বর্ষার শেষে ও তৃতীয়বার শীতের শেষে(মাঘ-ফাল্গুন মাসে) ফল সংগ্রহের পরে।

জলসেচ: এই গাছ খরা ও শুকনো আবহাওয়ার সাথে যথেষ্ট মানানসই। তাই গাছের বয়স, অবস্থা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিচার করে জল সেচের পরিমাণে নির্ধারণ করতে হবে। গ্রীষ্মকালে জলের চাহিদা একটু বেশি থাকে তাই দু-তিন সপ্তাহ পর পর জল দেওয়ার ব্যবস্থা রাখলে ভাল হয়। তুলনায় শীতকালে জলের চাহিদা অনেক কম, এই সময় পাঁচ থেকে ছয় সপ্তাহ পর পর জল দিলেই চলবে। ফল ধরার পর কমপক্ষে দুবার সেচ দিতে হবে। জলসেচের পাশাপাশি জমির জল নিকাশি ব্যবস্থার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে কারণ গাছের গোড়ায় জল জমলে গাছ মরে যেতে পারে।

রোগ -পোকা:

এই গাছে রোগ- পোকার প্রদুর্ভাব তুলনায় অনেক কম। তবুও রোগ বা পোকা আক্রমণ থেকে বাঁচতে- ১) নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন। ২) ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা, রোগ বা পোকা আক্রান্ত ও অতিঘন ডাল পালা ছাটাই করে পরিস্কার করে দিন। ৩) পরিষ্কার করার পর ছত্রাক নাশক ও কীটনাশক পুরো গাছে ভালভাবে স্প্রে করুন।

জলপাইয়ের পাতা পোড়া রোগ: এই রোগে আক্রান্ত হলে পাতায় প্রথমে হলুদ দাগ হয় যা পরে বাদামী রংয়ের হয়ে থাকে এবং পাতা শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত ডাল বা পাতা দেখা মাত্র অপসারণ করতে হবে। বেশি আক্রমণ হলে ডাইথেন এম ৪৫ ২ গ্রাম প্রতি লিটার হারে জলে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে। জলপাইয়ের স্ক্যাব বা দাদ রোগ এই রোগের আক্রমণে ফলের গায়ে ছোট বা মাঝারি আকারের খসখসে বাদামী বা ধূসর দাগ পড়ে। গাছের পাতা শুকনো থাকা আবস্থায় বাগানের পরিচর্যা করা ও বাগান পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম বা ম্যানকোজেব ২ গ্রাম প্রতি লিটার হারে জলে মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ৩-৪ বার স্প্রে করা যেতে পারে।

জাব পোকা:

সবুজাভ হলুদ রঙের ছোট ছোট পোকা কচি পাতা, ডগা ও কচি ফুল — ফল থেকে রস চুষে খায় এবং এক ধরনের মিষ্টি রস নিঃসরণ করে। এর ফলে শুটি মোল্ড ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে এবং পাতায় কালো আবরণ দেখা যায়। অল্প আক্রমণ হলে পরভোজী পোকা যেমন : লেডিবার্ডবিটল লালন করে বা ডিটারজেন্ট জলে মিশিয়ে স্প্রে করে দমন করা যেতে পারে। গাছ প্রতি ৫০ টির বেশি পোকার আক্রমণ হলে এডমেয়ার ০.৫ মিলি / লিটার বা ডাইমিথয়েট ৩০ শতাংশ ই. সি. ২ মিলি /লিটার হারে জলে মিশিয়ে শেষ বিকেলে স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

ফল ছিদ্রকারী পোকা:

এই পোকা ফল ছিদ্র করে ফলের ভিতরে ঢুকে ফলের মাংসল অংশ খেতে থাকে এবং ফল খাবার অনুপযোগী হয়ে যায়। নষ্ট ফল বাগান থেকে অপসারণ করতে হবে। টাফগার ২ মি.লি. / লিটার বা ট্রায়াজোফস ৪০ শতাংশ ই. সি. ১ মিলি / লিটার হারে জলে মিশিয়ে শেষ বিকেলে স্প্রে যেতে পারে।

আঁশ পোকা: এটি গাছের গুঁড়ি, ডাল ও পত্রপল্লবের উপর বেশি দেখা যায়। অধিক সংক্রমণের ফলে পাতা হলুদ হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে এমনকী পাতা ঝরেও যেতে পারে। ফল বিবর্ণ হতে পারে এবং অনেক সময় অকালে ফল ঝরে যায়। বসন্তকালে পরজীবী বোলতা যেমন এফিটিস ব্যাবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও নিম তেল স্প্রে খুবই ভাল ফল দেয়।

ফলন: ৪-৫ বছর বয়সি গাছ ফল দিতে শুরু করে, কিন্তু গাছের বয়স ৮-১০ বছর হবার পরেই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভাল ফলন পাওয়া যায়। মার্চ- এপ্রিল মাস থেকে জলপাই গাছের ফুল আসতে শুরু করে এবং ফল পুষ্ট হতে মোটামুটি তিন-চার মাস সময় লাগে। ভালভাবে পরিচর্যা করলে বছরে একটি গাছে প্রায় সাত- আটবার ফল ধরে। একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ বছরে ২০০-২৫০ কেজি ফল দিতে পারে।

ফল সংগ্রহ: জলপাই কাঁচা ও পাকা উভয় সময় সবুজ রঙের হয়ে থাকে তাই ফল সংগ্রহের সময় ফলের আকার-আকৃতি দেখে বিবেচনা করতে হবে। ফল সংগ্রহের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন গাছ থেকে মাটিতে না পড়ে তাহলে ফল ফেটে যাবে এবং বাজারে তার গ্রহণযোগ্যতা কমে যাবে। সবথেকে ভাল হয় গাছের তলায় জাল বিছিয়ে গাছসহ বা শাখায় ঝাঁকুনি দিয়ে ফল সংগ্রহ করলে।

উপসংহার: জলপাইয়ের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য গুণ সারা বিশ্বে এখন প্রতিষ্ঠিত। জলপাই তার নিজ গুণে স্বাস্থ্যসচেতন বহু মানুষের রান্নাঘর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তবে আমাদের দেশে এখনও জলপাই চাষের তেমন প্রসার দেখা যায় না। গ্রামাঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু গাছ দেখা যায়। এই গাছে রোগ-পোকার তেমন আক্রমণ হয় না। পাশাপাশি, আমাদের আবহাওয়া ও মাটিতে খুব সহজেই বেড়ে ওঠে। ফলে কম পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। তাই অল্প খরচে চাষ করে চাষি ভাইরা অধিক লাভের মুখ দেখতে পারবেন। পরিবার ও দেশের চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত ফল দেশের বাইরে রফতানি পর্যন্তকরা যেতে পারে। ফলে চাষি ভাইরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য এটিকে একটি বিকল্প চাষ হিসেবে বেছে নিতে পারেন। বিশ্ববাজারের ঊর্ধমুখী চাহিদা চাষিদের এই পুষ্টি সমৃদ্ধ ফল চাষ করতে অচিরেই আকৃষ্ট করবে বলেই মনে করি।

যখন তখন পেট জ্বালা? বড় কোনও রোগের লক্ষণ নয় তো

জ্বালা কেন হয়? পেট জ্বালা তখনই করে, যখন পেটে অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায়। খুব ঝাল, মশলাদার খাবার খেলে পেট জ্বালা করে। কারণ তখন অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গিয়ে উদর এবং ডিওডিনাম অংশে প্রদাহ হয়। এছাড়াও দীর্ঘ সময় উপবাসের পর জ্বালা বোধ হতে পারে।

ব্যধির উৎস কী?

ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী। হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি নামে ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণে পেট জ্বালা করে। তবে কিছু ক্ষেত্রে সংক্রমণ থেকে গ্যাসট্রাইটিসের সমস্যা হতে পারে বা হতে পারে আপার গ্যাসট্রোইনটেস্টিনাল ডিজঅর্ডার থেকে।

পেনকিলার আসক্তি : মুঠো মুঠো ‘পেনকিলার’ যাঁরা খান, তাঁদের ক্ষেত্রে খুব ‘কমন’ সমস্যা পেটে জ্বালা। ‘পেনরিলিভার’ বা ‘পেনকিলার’গুলি পরিচিত নন---স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগস নামে (এনএসএআইডিএস)। এগুলির অতি-মাত্রায় সেবনে অ্যাকিউট গ্যাসট্রাইটিস এবং ক্রনিক গ্যাসট্রাইটিস হতে পারে। নিয়মিত যাঁরা খান, তাঁদের পেটের সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। বয়স বেড়ে যাওয়া : বয়স্ক ব্যক্তিদের গ্যাসট্রাইটিস হওয়ার বর্ধিত আশঙ্কা থাকে। কারণ তাঁদের ‘স্টমাক লাইনিং’ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাতলা হয়। তাছাড়াও এঁদের হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অল্পবয়স্কদের তুলনায় বেশি হয়। অতিরিক্ত মদ্যপান : অ্যালকোহল সেবনে ‘স্টমাক লাইনিং’ ক্ষয়ে যায়। ফলে পেট বিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচকগুলির প্রতি অতি-সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। অতিরিক্ত মদ্যপানে অ্যাকিউট গ্যাসট্রাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। তীব্র মানসিক চাপ : কোনও অস্ত্রোপচার বা চোট-আঘাত বা অগ্নিদগ্ধ হওয়া কিংবা কোনও বড় ধরনের সংক্রমণের পর প্রচণ্ড মানসিক এবং শারীরিক চাপ তৈরি হয়। তার থেকেও অ্যাকিউট গ্যাসট্রাইটিস ও পেট জ্বালা হয়। পরিত্রাণ পেতে কিছু নিয়ম মেনে চলুন। যেমন— ১) ‘ট্রিগার’ ফুড যেমন ক্যাফিন, অ্যালকোহল, তেল-মশলাদার খাবার বর্জন করুন। ধূমপান থেকেও দূরে থাকুন। ২) টকজাতীয় খাবার কম খান। ৩) রাতে বেশি দেরিতে খাবার খাবেন না। খেয়েই সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়া ঠিক নয়। ৪) নিয়মিত ব্যবধানে অল্প, অল্প খান। একেবারে বেশি খেয়ে ফেলবেন না ৫) মানসিক চাপ, অবসাদ যতটা সম্ভব কম করুন। ৬) ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ৭) বেশি করে জল খান। ৮) খুব কষ্ট হলে, নিরাময় পেতে লাইম সোডা খেতে পারেন। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শমতো কোনও লিকুইড অ্যান্টাসিড বা ট্যাবলেট অ্যান্টাসিডও চলতে পারে। ডাক্তারের দ্বারস্থ কখন যদি পেট জ্বালার সঙ্গে হার্ট বার্নও হয়। যদি সমস্যা দু’দিনের বেশি সময় ধরে থাকে। মলের রং কালো হয়। পেট জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে যদি পেটে তীব্র ব্যথাও হয়, নির্দিষ্ট কোনও জায়গায়। বমি হয়। হঠাৎ করেই যদি ওজন অনেকটা কমে যায়। জ্বর আসে। যদি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, রাত জাগতে হয়।

কীভাবে ল্যাপটপ কিংবা ডেস্কটপে ব্যবহার করবেন হোয়াটসঅ্যাপ?

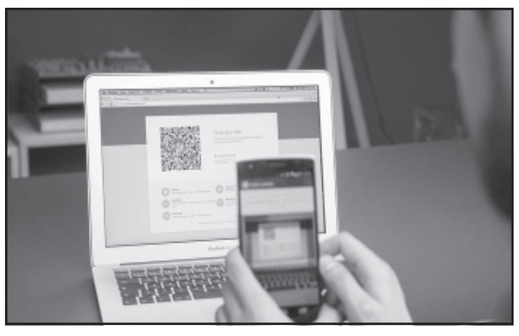

বর্তমানে মোবাইল নির্ভর যুগে হোয়াটসঅ্যাপ ছাড়া যেন জীবনটাই অচল। বন্ধুমহলের সঙ্গে যোগাযোগ হোক কিংবা কর্মক্ষেত্রের কাজকর্ম, সবকিছুর জন্যই অতি জরুরি হয়ে পড়েছে এই মেসেজিং অ্যাপ। আর সেটি যাতে স্মার্টফোনের পাশাপাশি নির্ঝঞ্ঝাটে ল্যাপটপ কিংবা ডেস্কটপ থেকেও ব্যবহার করা যায়, তাতে বিশেষ জোর দিচ্ছে সংস্থা। জানেন কি, আপনার মোবাইলটি কাছেপিঠে না থাকলেও ডেস্কটপ অথবা ল্যাপটকে দিব্যি ব্যবহার করতে পারবেন হোয়াটসঅ্যাপ? পাঠানো যাবে টেক্সট, ছবি কিংবা ভিডিও। বর্তমানে একসঙ্গে চারটি ডিভাইস থেকে একই নম্বরের হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করা যায়। তার জন্য মোবাইলের নেটওয়ার্ক অনলাইন না থাকলেও চলে। অর্থাৎ আপনার ফোনটি সুইচড অফ থাকলেও অনায়াসে ল্যাপটপ কিংবা ডেস্কটপ থেকে জনপ্রিয় অ্যাপের মাধ্যমে চ্যাটিং করতে পারবেন। তবে টানা ১৪ দিন আপনি মোবাইলটি ব্যবহার না করলে অন্য ডিভাইস থেকেও তা নিজে থেকে লগআউট হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে অবশ্য কিছু সময় মেসেজ ঢুকতে খানিকটা বেশি সময় নেয়। এই সমস্যাটিও মেটানোর চেষ্টা করছে জুকারবার্গের সংস্থা। চলু জেনে নেওয়া যাক কীভাবে ফোন ছাড়াই ল্যাপটপ কিংবা ডেস্কটপ থেকে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করবেন। ১. হোয়াটসঅ্যাপের ডেস্কটপ ভার্সানটি ডাউনলোড করা না থাকলে ব্রাউজারে হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব টাইপ করুন। ২. ওয়েব লিংকে ক্লিক করলেই স্ক্রিনে ভেসে উঠবে ক্উট্র কোড। ৩. এবার স্মার্টফোনের হোয়াটসঅ্যাপ অন করে সেটিংস থেকে লিংক ডিভাইসে গিয়ে ক্উট্র কোডটি স্ক্যান করুন। ৪. যেভাবে পেটিএম কিংবা গুগল পের মাধ্যমে টাকা পেমেন্টের সময় স্ক্যান করেন, সেভাবেই স্ক্যান করতে হবে। ৫. স্ক্যান হয়ে একবার লগ ইন হয়ে গেলে আর আপনার স্মার্টফোনটির প্রয়োজন নেই। যদি আপনি আইফোন থেকে অন্য ডিভাইসে হোয়াটসঅ্যাপ লিংক করে থাকেন, তাহলে কিন্তু সেই অন্য ডিভাইস থেকে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ডিলিট করতে পারবেন না। পাশাপাশি ডেস্কটপ কিংবা ল্যাপটপে লাইভ লোকেশনও দেখা যায় না।

বর্ষাকালে দই খেয়ে শরীরের ক্ষতি করছেন না তো?

দইয়ে পুষ্টিগুণ সকলেরই জানা। যারা মেদ ঝরাতে ডায়েটিং করছেন তাদের রোজকার পাতে তো দই অপিহার্য। কিন্তু এখন তো বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস। বাড়ির বয়স্ক সদস্য, দিদিমা-ঠাকুমারা বলেন শ্রাবণ মাসে বা বর্ষাকালে দই খেতে নেই। সত্যি কি তাই? কী বলছে আয়ুর্বেদ?

দইয়ে রয়েছে ক্যালশিয়াম, প্রোটিন এবং ভিটামিন। পুষ্টিগুণও বেশ বেশি। কিন্তু বর্ষাকালে দই খাওয়া নিয়ে মতান্তর রয়েছে। আয়ুর্বেদ বলছে, শ্রাবণ মাসে দই খাওয়া উচিৎ নয়। কারণ, ভরা বর্ষায় পিত্ত, বাত এবং পেট সংক্রান্ত সমস্যা বাড়ে। আর দইয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য দেহের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় দই খেলে একাধিক শারীরিক সমস্যা বাড়ার আশঙ্কাও থাকে। যেমন-গলাব্যথা, গাঁটে গাঁটে ব্যথা, হজমের সমস্যা হতে পারে। যাদের সাইনাসের সমস্যা রয়েছে তাদেরও এই সময় দই খেতে নিষেধ করেন পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা। যদিও আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে না। বর্ষায় হজমের সমস্যা হয়। দই অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখে।

চিকিৎসকরা বলছে, দই স্বাস্থ্যকর খাদ্য। কিন্তু সব খাবারের সঙ্গে দই খাওয়া চলে না। দইয়ের ভুল সঙ্গী নির্বাচনের ফলে উপকারের চেয়ে অপকার হয় বেশি। তাই দই খাওয়ার সঠিক উপায় জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

জানেন কীভাবে খাবেন দই?

পুষ্টিবিদরা বলছেন, বর্ষাকালে দই খাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন। শুকনো খোলায় ভেজে নেওয়া জিরে গুঁড়ো, গোলমরিচ এবং বিট নুন দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে। পরে আরও কিছুটা নুন মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে দই। এই মিশ্রণ একদিকে যেমন ঠান্ডা লাগা প্রতিরোধ করতে সক্ষম, তেমনই হজম ক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করে। ঝটপট সারিয়ে ফেলে গলা ধরার সমস্যাও। তবে বর্ষাকালে অনেকদিনের পুরনো দইয়ের চেয়ে তাজা দই খাওয়াই উপযুক্ত। দইয়ের সঙ্গে বাদাম, ড্রাই ফ্রুটস মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে।

মঙ্গলবার সারা ভারত কিষান সভার কর্মকর্তারা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। নিজস্ব ছবি।

বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে ভারতের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রের রূপান্তর

।। শ্রী রভনীত সিং বিট্টু।।
রাষ্ট্রমন্ত্রী, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রক, ভারত সরকার

ভারতের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রটি আমাদের জাতির উচ্চাকাঙ্ক্ষার আলোকবর্তিকা হিসাবে উঠে এসেছে, যা বিকশিত ভারতের দিকে আমরা যে পদক্ষেপ নিচ্ছি তার প্রতীক। আর এখন কেবল অর্থনীতিতে অবদানকারী হিসাবে নয়, এই ক্ষেত্রটি দ্রুত ভারতের বিকাশের কাহিনীর ভিত্তি হিসাবে রূপান্তরিত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে নীতি, উদ্যোগ ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের এক চমৎকার মিশ্রণ ঘটিয়েছে এবং এই ক্ষেত্রকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে যা, বিশ্ব দরবারে ভারত একটি শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ভারত বর্তমানে ৩.৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতি নিয়ে গর্ব করে, যার উচ্চাকাঙ্খী লক্ষ্য হচ্ছে ২০৪৭ সালে দেশের স্বাধীনতার শতবর্ষের মধ্যে ৩০-৩৫ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিতে পৌঁছানো।ভারতের এই রূপান্তরের মূলে রয়েছে সমৃদ্ধ কৃষি ব্যবস্থা বৈচিত্র্যময় জলবায়ু। যা আমাদের কৃষকদের অসাধারণ বৈচিত্র্যময় ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত করে। ডাল, বাজরা, দুধ, গম, ধান এবং ফল ও শাকসব্জির উৎপাদনে এক বিশাল পরিসর তৈরী করেছে শুধু নয়, বিশ্বের অগ্রণী দেশ হিসাবে মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রেও ভারতের রয়েছে এক অতুলনীয় সম্পদের ভিত্তি।

আমাদের কঠোর পরিশ্রমী কৃষকদের দ্বারা নিখুঁতভাবে লালিত এই কৃষি প্রাচুর্য্য নয়া উদ্ভাবন ও শিল্পোদ্যোগের একটি তরঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছে, একটি সমৃদ্ধ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রের জন্ম দিয়েছে। এই ক্ষেত্রটি ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের মূল ভিত্তি হয়ে উঠেছে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং নতুন বাজারের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধিকে চালিত করছে। বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতিগুলির মধ্যে ভারত হল বৃহত্তম এবং তরুন কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী, যা এই গতিশীল রূপান্তরকে আরও ত্বরান্বিত করে। এই ক্ষেত্রে উন্নত প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে , ফসল কাটার পরে উৎপাদন ক্ষতি হ্রাস, মজুত করার পর দীর্ঘ দিন পন্যের গুনমান বজায় রাখা ইত্যাদি উদ্যোগের ফলে কৃষকরা যেন আরও আয় করতে পারেন সেই সহায়ক ভুমিকা নেওয়া হচ্ছে এই ক্ষেত্রে। ভারতের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতের বিকাশ অব্যাহত থাকায়, এটি কেবল আন্তর্জাতিক মানের মানই পূরণ করে না, বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের সর্বদা পরিবর্তিত স্বাদ এবং পছন্দগুলি পূরণ করার জন্য বৈচিত্রময় নানা অফার নিয়ে হাজির হয়। এই ক্ষেত্রটি ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের মূল ভিত্তি হয়ে উঠেছে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং নতুন বাজারের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে আর্থিক প্রবৃদ্ধিকে চালিত করছে। উপযুক্ত দাম গুনমান বজায়,রেখে ভারতের কৃষিজাত পণ্য যাতে বিশ্বের প্রতিটি কোণে পৌঁছে দেওয়া যায়, তা নিশ্চিত করতে দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে আমাদের কৃষক ও কৃষি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাই তুলে ধরা হয়েছে। একটি প্রাণবন্ত এবং তরুণ কর্মশক্তিকে সংহতকরণের মাধ্যমে, আমরা একটি স্থিতিস্থাপক, বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রের উত্থান দেখছি যা ভারতকে একটি সমৃদ্ধ ও টেকসই ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে পারে। কোভিড -১৯ মহামারীর সময়ই আমরা দেখেছি খাদ্য প্রক্রিয়াকরন ক্ষেত্র কতটা প্রানবন্ত হয়ে উঠেছিল। প্রক্রিয়াজাত খাবারের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিয়েছে ভারত।চিরাচরিত খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি রেডি-টু-ইট, রেডি-টু-কুক এবং ভ্যালু-অ্যাডেড পণ্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। খাদ্য সুরক্ষা এবং পুষ্টিরদিকেও নজর রয়েছে সমান ভাবে।

ভারতে খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষার চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলায় সুস্থ জীবন যাপন , প্রত্যন্ত অঞ্চলে গুনমান সম্পন্ন খাদ্য সামগ্রীর যোগান ইত্যাদির জন্য একটি শক্তিশালী খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্র একান্ত জরুরি। এটি কৃষকদের জন্য পন্যের উন্নত মূল্য নিশ্চিত করে এবং বাজারের সুযোগগুলি বাড়ায়, জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে এবং জীবিকা নির্বাহকে সমর্থন যোগায়।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রক, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্পদা যোজনার (পিএমকেএসওয়াই) মতো ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচীগুলি রূপায়নে চ্যাম্পিয়নের মতো এগিয়ে রয়েছে। এই উদ্যোগটি কাটিং-এজ পরিকাঠামো বিকাশ এবং ফার্ম গেট থেকে খুচরা পর্যন্ত সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাপনাকে অনুকূলে রেখে এই খাতকে রূপান্তরিত করছে।

এই প্রচেষ্টাগুলির অঙ্গ হিসাবে, প্রধানমন্ত্রী ফর্মালাইজেশন অফ মাইক্রো ফুড প্রসেসিং এন্টারপ্রাইজেস (পিএমএফএমই) প্রকল্পের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিপণনের সহায়তার মাধ্যমে মাইক্রো খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটগুলির বিকাশকে ত্বরান্বিত করছে। প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেন্টিভ স্কিম (পিএলআইএস) ক্রমবর্ধমান বিক্রয়ের সাথে আবদ্ধ আর্থিক পুরষ্কার প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় উতাদন এবং রফতানি বৃদ্ধিকে আরও শক্তিশালী করছে। উপরন্তু, নাবার্ডের অধীনে ২০০০ কোটি টাকার বিশেষ পরিকাঠামো তহবিল এই ক্ষেত্রের পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই সমন্বিত পদ্ধতিটি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং এই সম্পর্কিত খাতগুলিকে উন্নীত করার জন্য একটি বিস্তৃত কৌশলের প্রতি জোর দেয়, একটি শক্তিশালী, সমন্বিত এবং দূরদর্শী বৃদ্ধির পথ নিশ্চিত করে।

ভারতের দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতি এবং এর ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর জন্য একটি অনন্য এবং অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি করেছে। ব্যবসা করাকে সহজ করে তোলার উদ্দেশ্যে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ যেম কর কাঠামো পরিবর্তন ও সহজ করা, পরিকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি চিন্তাভাবনা ব্যবসা-বাণিজ্যমুখী সংস্কার বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশকে উৎসাহিত করেছে। এই সহায়ক ভূদৃশ্য কেবল বিশ্বব্যাপী মনোযোগ আকর্ষণ করে না, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের জন্য ভারতকে একটি গতিশীল কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলে।

২০২৩ সালে পূর্ববর্তী সংস্করণের দুর্দান্ত সাফল্যের পরে, মন্ত্রণালয় এবছর ২০২৪ সালের ১৯ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওয়ার্ল ফুড ইন্ডিয়ার তৃতীয় সংস্করণের আয়োজন করছে। এই ইভেন্টে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত স্টেকহোল্ডাররা তাদের ধারণা বিনিময় করতে পারবেন , সুযোগগুলি অন্বেষণ করতে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ খাতের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবেন এয়ই ইভেন্টে।এটি নির্মাতা, উৎপাদক, বিনিয়োগকারী, পোলের এক ধরণের সমাবেশ হবে। ওয়ার্ল ফুড ইন্ডিয়া ২০২৪ এমন একটি মঞ্চ হিসাবে কাজ করে যেখানে স্টেকহোল্ডাররা উদ্ভাবনগুলি অন্বেষণ করতে, অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে এবং একটি টেকসই খাদ্য ভবিষ্যতের দিকে একটি কোর্স চার্ট করতে একত্রিত হন।

আসুন আমরা আমাদের সামনে থাকা সুযোগগুলি গ্রহণ করি এবং আরও সমৃদ্ধ এবং স্থিতিস্থাপক খাদ্য ব্যবস্থার দিকে যাত্রা শুরু করি যা মূল্য শৃঙ্খল জুড়ে সমস্ত স্টেকহোল্ডাররা উপকৃত হতে পারেন। একত্রিত হওয়ার এই মুহূর্তে আমরা কেবল একটি শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি না, বরং এমন এক ভবিষ্যতের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছি যেখানে নয়া উদ্ভাবন, এবং সমৃদ্ধি আমাদের জাতির প্রতিটি কোণকে উন্নীত করবে।

সাইবার নিরাপত্তা ছাড়া দেশের উন্নয়ন অসম্ভব: অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টারের(জ্জ৪ঙ্খ) প্রথম ফাউন্ডেশন ডে অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় বলেন, সাইবার নিরাপত্তা ছাড়া জাতির উন্নয়ন অসম্ভব। সাথে তিনি যোগ করেন, প্রযুক্তি মানবতার জন্য আশীর্বাদ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র তথা সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ আজ সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে অনেকগুলি উদ্যোগের সূচনা করেছেন ।নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টার (আই ফোর সি)-এর প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রথম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই উদ্যোগগুলির সূচনা করেছেন তিনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন যে উদ্যেগগুলি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন সেগুলি হল- সাইবার ফ্রড মিটিগেশন সেন্টার (সিএফএমসি) এবং সমন্বয় প্ল্যাটফর্ম (জয়েন্ট সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ফেসিলিটি সিস্টেম, ”সাইবার কমান্ডো” কর্মসূচি এবং সাসপেক্ট রেজিস্ট্রির। পাশাপাশি আই ফোর সি-র নতুন লোগো, ভিশন এবং মিশনেরও উন্মোচন করেছেন তিনি।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বান্দি সঞ্জয় কুমার, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন, ডিরেক্টর আইবি, বিশেষ সচিব (অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা), বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিব এবং পুলিশের মহানির্দেশক সহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার আধিকারিক, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক / আর্থিক মধ্যস্থতাকারী, ফিনটেক, মিডিয়া, সাইবার কমান্ডোরা, এনসিসি এবং এনএসএস স্বেচ্ছাসেবরকরা।

এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে ”নিরাপদ সাইবার স্পেস” প্রচারাভিযানের আওতায় ২০১৫ সালে আই ফোর সি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন থেকে এটি সাইবার সুরক্ষিত ভারতের একটি শক্তিশালী স্তম্ভ হয়ে উঠছে। ২০১৫ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৯ বছরের যাত্রায়, এই ধারণাটি একটি উদ্যোগে পরিণত হয়েছে এবং তারপরে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এখন এটি সাইবার সুরক্ষিত ভারতের একটি বিশাল স্তম্ভ হয়ে ওঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সাইবার নিরাপত্তা ছাড়া কোনও দেশের উন্নয়ন অসম্ভব। তিনি বলেন, প্রযুক্তি মানবজীবনের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। আজ সমস্ত নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার অনেক হুমকিও তৈরি করছে। এ কারণে সাইবার নিরাপত্তা এখন আর ডিজিটাল বিশ্বে সীমাবদ্ধ নেই। বরং জাতীয় নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে।

শ্রী শাহ বলেন, আই ফোর সি-র মতো মঞ্চগুলি এই ধরনের হুমকি মোকাবিলায় বিশাল অবদান রাখতে পারে। তিনি আইফোরসিকে সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সাথে সচেতনতা, সমন্বয় এবং যৌথ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কোনও একক প্রতিষ্ঠান এককভাবে সাইবার স্পেসকে সুরক্ষিত রাখতে পারে না। এটি তখনই সম্ভব যখন অনেক অংশীদাররা একই প্ল্যাটফর্মে আসে এবং একই পদ্ধতি এবং পথের দিকে এগিয়ে যায়।

শ্রী শাহ বলেন, আজ এখানে আই ফোর সি-র চারটি প্রধান সাইবার প্ল্যাটফর্মেরও সূচনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি স্বপ্ন ছিল সাইবার জালিয়াতি প্রশমন কেন্দ্র (সিএফএমসি)। এর পাশাপাশি আজ সাইবার কমান্ডো, সমন্বয় প্ল্যাটফর্ম এবং সাসপেক্ট রেজিস্ট্রিরও উদ্বোধন করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভারতের মতো বিশাল দেশে, প্রতিটি রাজ্যের জন্য পৃথক সাইবার সাসপেক্ট রেজিস্ট্রি করা কোনও উদ্দেশ্য সাধন করবে না। কারণ রাজ্যগুলির নিজস্ব সীমানা রয়েছে, কিন্তু সাইবার অপরাধীদের কোনও সীমানা নেই। তিনি বলেন, সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে জাতীয় পর্যায়ে একটি সন্দেহভাজন রেজিস্ট্রি তৈরি করা এবং রাজ্যগুলিকে এর সাথে সংযুক্ত করা সময়ের প্রয়োজন ছিল। শ্রী শাহ আরও বলেন, এই উদ্যোগ আগামী দিনে সাইবার অপরাধ রোধে আমাদের অনেক সাহায্য করবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আজ থেকে আই ফর সি জনসচেতনতামূলক একটি অভিযানও শুরু করতে চলেছে। দেশের ৭২টিরও বেশি টিভি চ্যানেল, ১৯০টি রেডিও এফএম চ্যানেল, সিনেমা হলসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই প্রচারাভিযান চালানোর চেষ্টা করা হবে। তিনি বলেন, সাইবার অপরাধ থেকে বাঁচতে ভুক্তভোগী এ বিষয়ে কিছু না জানলে এই অভিযান সফল হতে পারে না।

শ্রী শাহ বলেন, সাইবার ক্রাইম হেল্পলাইন ১৯৩০ এবং আই ফোর সি এর অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এর উপযোগিতা বাড়িয়ে তুলবে এবং সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে আমাদের সহায়তা করবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমস্ত রাজ্য সরকারকে এই অভিযানে যোগ দিতে এবং গ্রাম ও শহরে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সমবায় মন্ত্রী বলেন, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, টেলিকম সংস্থা, ইন্টারনেট পরিষেবা সরবরাহকারী এবং পুলিশকে একক প্ল্যাটফর্মে আনার ধারণা নিয়ে সাইবার জালিয়াতি দমনে সিএফএমসি-রও উদ্বোধন করা হয়েছে। আগামী দিনে এটি সাইবার অপরাধ প্রতিরোধের জন্য একটি বড় প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠবে। তিনি বলেন, বিভিন্ন ডেটা ব্যবহার করে সাইবার অপরাধীদের মোডাস অপারেন্ডি (এমও) সনাক্ত করতে এবং তা প্রতিরোধে সিএফএমসিকে কাজ করতে হবে। শ্রী শাহ বলেন, সাইবার কমান্ডো কর্মসূচির আওতায় আগামী পাঁচ বছরে প্রায় ৫ হাজার সাইবার কম্যান্ডো প্রস্তুত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

অমিত শাহ বলেছেন, ”জানার প্রয়োজন” এর পরিবর্তে ”মতামত ও তথ্য পরস্পরের মধ্যেই বিনিময় করার কর্তব্য”র বিষয়টি এখেন সময়ের প্রয়োজন এবং এর জন্য ”সমন্বয়” প্ল্যাটফর্মের চেয়ে আর কিছুই কার্যকর হতে পারে না। তিনি আরও বলেন, সমন্বয় প্ল্যাটফর্মটি ডেটা-চালিত পদ্ধতির সাথে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং এটি একটি ভাগ করা ডেটা সংগ্রহস্থল তৈরি করার ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে প্রথম প্রচেষ্টা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আজ চালু হওয়া চারটি উদ্যোগ আই-ফোর-সি সারা দেশের পুলিশকে একত্রিত করে নিয়েছে, এবং তারা সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও শক্তিশালী, কার্যকর এবং সফল করতে বিশাল অবদান রাখবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের ৩১ মার্চ দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ২৫ কোটি, যা ২০২৪ সালের ৩১ মার্চ ৯৫ কোটি হয়েছে। তিনি বলেন, ডাউনলোডের গতি বৃদ্ধি ও খরচ কমার কারণে ডেটা খরচও অনেক বেড়েছে। তিনি বলেন, আগে গড় ব্যবহার ছিল ০.২৬ জিবি যা প্রায় ৭৮ গুণ বেড়ে আজ ২০.২৭ জিবি হয়েছে।

শ্রী শাহ আরও বলেন, ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের ফলে দেশে অনেক সুবিধা অনলাইনে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, ২০২৪ সালে ৩৫ কোটি জন ধন অ্যাকাউন্ট, ৩৬ কোটি রুপে ডেবিট কার্ড, ২০ লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকার লেনদেন ডিজিটাল পদ্ধতিতে হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে বিশ্বের ডিজিটাল লেনদেনের ৪৬ শতাংশ ভারতে হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, ডিজিটাল অ্যাকাউন্ট এবং ডিজিটাল লেনদেন বৃদ্ধি পেলে ডিজিটাল জালিয়াতি থেকে সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তাও অনেক বেড়ে যায়।

অমিত শাহ বলেন, ২০১৪ সালে দেশের মাত্র ৬০০টি পঞ্চায়েত ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যেখানে ২ লক্ষ ১৩ হাজার পঞ্চায়েত আজ ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত। তিনি বলেন, ডিজিটাল লেনদেন ও ডিজিটাল ডেটার ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাইবার জালিয়াতি থেকে তাকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্বও বেড়ে গেছে। তিনি বলেন, সাইবার অপরাধীদের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত তথ্য বিক্রি, অনলাইন হয়রানি, নারী ও শিশু নির্যাতন, ভুয়া খবর এবং টুল কিট, ভুল তথ্য প্রচারণার মত অনেক বিষয়ে আমাদের আরও অনেক কিছু করতে হবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন- ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস) এবং ভারতীয় শক্তি আধিপত্য (বিএসএ) - আমাদের দেশকে সাইবার সুরক্ষিত করার জন্য সমস্ত আইনি ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রযুক্তিচালিত অনেক উদ্যোগের মাধ্যমে সেগুলিকে একটি আইনি রূপ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তদন্ত করতে এবং তদন্তের মান উন্নত করার জন্য অনেক প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

অমিত শাহ বলেন, আই ফোর সি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আনুষ্ঠানিক অংশ হওয়ার পর ৯ বছরের যাত্রাপথে এবং এক বছরের স্বল্প সময়ের মধ্যে দুর্দান্ত কাজ করেছে। তিনি বলেন, আই ফোর সি-র সবচেয়ে বড় সাফল্য হ”ল ১৯৩০ জাতীয় হেল্পলাইন নম্বর এবং এটি জনপ্রিয় করার দায়িত্ব সমস্ত রাজ্য সরকার এবং অংশীদারদের। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ১৯৩০ হেল্পলাইনকে জনপ্রিয় করতে একটি সচেতনতামূলক পক্ষকাল আয়োজনের পরামর্শ দেন।

তিনি বলেন, সমস্ত রাজ্য সরকার এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উদ্যোগ নেওয়া উচিত এবং ছয় মাস পর একটি সচেতনতামূলক পক্ষের আয়োজন করা উচিত। শ্রী শাহ বলেন, ১৯৩০কে জনপ্রিয় করার অভিযান যদি একযোগে সব প্ল্যাটফর্মে চালানো হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই জালিয়াতির শিকার ব্যক্তিরা নিরাপদ বোধ করবেন, তা অবিলম্বে বন্ধ হয়ে যাবে এবং প্রতারকদের মনে একটি ভয়ও তৈরি হবে।

অমিত শাহ বলেন, এখনও পর্যন্ত আইফোরসি ৬০০-র বেশি অ্যাডভাইজরি জারি করেছে, বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া পেজ, মোবাইল অ্যাপ এবং সাইবার অপরাধীদের দ্বারা পরিচালিত অ্যাকাউন্ট ব্লক করেছে। তিনি বলেন, আই ফোর সি-র আওতায় দিল্লিতে একটি জাতীয় সাইবার ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিও স্থাপন করা হয়েছে। শ্রী শাহ বলেন, এ পর্যন্ত ১১০০ জনেরও বেশি আধিকারিককে সাইবার ফরেনসিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং এই অভিযানকে জেলা ও তহশিলে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটি আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মসূচি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, সাইবার অপরাধের অভিযোগের বিষয়টিকে মাথায় রেখে মেওয়াট, জামতাড়া, আহমেদাবাদ, হায়দরাবাদ, চণ্ডীগড়, বিশাখাপত্তনম এবং গুয়াহাটিতে সাতটি যৌথ সাইবার সমন্বয় দল গঠন করা হয়েছে এবং এগুলি খুব ভাল সাফল্য তুলে ধরছে। তিনি বলেন, আই ফোরসি সাইবার দোস্তের অধীনে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলিতে একটি কার্যকর সচেতনতা প্রচারও শুরু করেছে।

শ্রী শাহ বলেছেন, এই সমস্ত প্রচেষ্টার ফলে আমরা অবশ্যই একটি বিন্দুতে পৌঁছেছি তবে আমাদের লক্ষ্য এখনও অনেক দূরে। তিনি বলেন, লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সুনির্দিষ্ট কৌশল নির্ধারণ করতে হবে এবং একই লক্ষ্যে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে।

সাইবার জালিয়াতি প্রশমন কেন্দ্র (সিএফএমসি): সিএফএমসি নয়াদিল্লির ভারতীয় সাইবার ক্রাইম সমন্বয় কেন্দ্রে (১৪ সি) প্রধান ব্যাংক, আর্থিক মধ্যস্থতাকারী, পেমেন্ট এগ্রিগেটর, টেলিকম পরিষেবা সরবরাহকারী, আইটি মধ্যস্থতাকারী এবং রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির আইন প্রয়োগকারী সংস্থার (এলইএ) প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারা অনলাইন আর্থিক অপরাধ মোকাবেলায় তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ এবং নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতার জন্য একসাথে কাজ করবে। সিএফএমসি আইন প্রয়োগে 'সমবায় ফেডারেলিজম' এর উদাহরণ হিসাবে কাজ করবে।

সমন্ব্য প্ল্যাটফর্ম (জয়েন্ট সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ফ্যাসিলিটেশন সিস্টেম): প্ল্যাটফর্মটি একটি ওয়েব-ভিত্তিক মডিউল যা দেশজুড়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির জন্য সাইবার ক্রাইম, ডেটা শেয়ারিং, ক্রাইম ম্যাপিং, ডেটা অ্যানালিটিক্স, সহযোগিতা এবং সমন্বয় প্ল্যাটফর্মের ডেটা ভান্ডারের জন্য ওয়ান স্টপ পোর্টাল হিসাবে কাজ করবে।

”সাইবার কমান্ডো” কর্মসূচি: এই কর্মসূচির আওতায় রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে প্রশিক্ষিত ”সাইবার কমান্ডো”দের একটি বিশেষ শাখা এবং কেন্দ্রীয় পুলিশ সংস্থা (সিপিও) দেশের সাইবার সুরক্ষা ল্যান্ডস্কেপের হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রশিক্ষিত সাইবার কম্যান্ডোরা রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে ডিজিটাল স্পেস সুরক্ষিত করতে সহায়তা করবে।

হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দ্বিতীয় প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করল আম আদমি পার্টি

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মঙ্গলবার আম আদমি পার্টি (এএপি) হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দ্বিতীয় প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেছে। এতে ৯ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে তারা। এএপি হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ৯০টি আসনের মধ্যে ২৯টির জন্য প্রার্থী ঘোষণা করেছে।

রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, এএপি-র দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশের অর্থ হল হরিয়ানায় এএপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে জোট হওয়ার সম্ভাবনা কম। সেক্ষেত্রে উভয় দলই এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। জানা গেছে, সাধৌরা থেকে রীতা বামনিয়া, থানেসার থেকে কৃষ্ণ বাজাজ, ইন্দ্রি থেকে হাওয়া সিং, রাতিয়া থেকে মুখতিয়ার সিং বাজিগর, আদমপুর থেকে ভূপেন্দ্র বেনিওয়াল, বারওয়ালা থেকে ছাতর পাল সিং, বাওয়াল থেকে জওহর লাল, ফরিদাবাদ থেকে প্রবেশ মেহতা এবং টিগাঁও থেকে আবশ চান্দেলা প্রার্থী হয়েছেন এএপি-র। .

ডাঃ সন্দীপ ঘোষকে আদালতে পেশ করবে সিবিআই

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আর জি কর হাসপাতালের মহিলা পিজিটি”র রহস্যমৃত্যুর ঘটনা ও সেখানে অনিয়মের প্রতিবাদে চলছে আন্দোলন। যাঁকে ঘিরে এই অশান্তির বাতাবরণ প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষের প্রথম দফায় সিবিআই হেফাজতের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। নিজাম প্যালেসে তাঁকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই পেশ করা হবে। সিবিআইয়ের এই বিশেষ আদালতে দুপুর দেড়টা নাগাদ তাকে তোলা হবে। এদিকে, আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য্য তাঁর মক্কেলের জন্য জামিনের আবেদন করবেন। অন্যদিকে, সিবিআইয়ের হাতে ধৃত ওই চিকিৎসককে গত

হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দ্বিতীয় দফায় বিজেপির ২১ প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ২১ জনের প্রার্থীর দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকায় নারওয়ানা বিধানসভা থেকে কৃষ্ণ কুমার বেদী, রাই থেকে কৃষ্ণা গেহলাওয়াত, পুন্ডরি থেকে সাতপাল জাম্বা, নুহ থেকে সঞ্জয় সিং, ফিরোজপুর ঝিরকা থেকে নাসিম আহমেদ, নারনৌল থেকে ওম প্রকাশ যাদবকে প্রার্থী করা হয়েছে।

জানা গেছে, এই তালিকায় দুজন মন্ত্রীকেও টিকিট দিয়েছে বিজেপি। এর মধ্যে রয়েছেন বাওয়াল আসন থেকে বনওয়ারি লাল এবং বড়খল থেকে সীমা ত্রিখা।

এই তালিকায় দুজন মহিলাকেও টিকিট দিয়েছে বিজেপি। এর মধ্যে রাই থেকে কৃষ্ণ গেহলাওয়াত এবং গুরুগ্রামের পতৌদি থেকে বিমলা চৌধুরীকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বিজেপি প্রথম তালিকায় ৬৭ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছিল।

বিজেপি এখনও পর্যন্ত হরিয়ানা বিধানসভার ৯০ আসনের মধ্যে ৮৮টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে।

বন্যা দুর্গতদের পাশে মঙ্গলবার ত্রাণ সামগ্রী বন্টন করেন অবলম্বন সামাজিক সংস্থার কর্মকর্থারা। নিজস্ব ছবি।

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে মণিপুরে তিন জেলায় কারফিউ জারি

ইম্ফল, ১০ সেপ্টেম্বর : মণিপুরে শান্তি পুনরুদ্ধারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের একদিন পর রাজ্যের তিনটি জেলায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। ইম্ফল পূর্ব এবং পশ্চিম জেলাগুলিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করা হয়েছে। লোকজনকে বাড়ির বাইরে বের হতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে বিএনএসএস-এর ১৬৩(২) ধারার অধীনে থৌবালে কারফিউ জারি করা হয়েছে।

এই বিষয়ে পূর্ব ইম্ফলের ডিএম দ্বারা জারি করা আদেশে বলা হয়েছে, জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে ১০ সেপ্টেম্বর সকাল ১১ টা থেকে কারফিউ শিথিল করার পূর্বের আদেশ অবিলম্বে বাতিল করা হয়েছে। অতএব, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অবিলম্বে ইম্ফল পূর্ব জেলায় সম্পূর্ণ কারফিউ বলবৎ থাকবে। ইম্ফল পশ্চিমের ডিএম দ্বারা জারি করা আরেকটি আদেশে বলা হয়েছে, আগের সমস্ত আদেশ বাতিল করে ১০ সেপ্টেম্বরের জন্য কারফিউতে শিথিলতার সময়কাল আজ সকাল ১১ টা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আদেশে বলা হয়েছে, গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে নিজ নিজ বাসভবন থেকে লোকজনের চলাচলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। ১০ সেপ্টেম্বরের আগে কারফিউতে শিথিলতা ছিল সকাল ৫ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত। কিন্তু সর্বশেষ আদেশে তা বাতিল করা হয়েছে। তবে গণমাধ্যম, বিদ্যুৎ, আদালত ও স্বাস্থ্যসহ অত্যাবশ্যকীয় সেবা কারফিউর বাইরে রাখা হয়েছে। উভয় জেলায় আদেশ এমন সময়ে আসে যখন মণিপুরের শিক্ষার্থীরা পুলিশের মহাপরিচালক, ডিজিপি এবং রাজ্য সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টার অপসারণের দাবিতে তাদের বিক্ষোভ তীব্র করার পরিকল্পনা করছে। ছাত্রদের অভিযোগ, ডিজিপি এবং নিরাপত্তা উপদেষ্টা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছেন না।

পাঁচ বা ততোধিক লোকের জমায়েতে থৌবালে নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ জারি হয়েছে। কারণ পুলিশ দাবি করেছে, বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ সোমবার জেলায় গুলি চালিয়ে একজন পুলিশ সদস্যকে আহত করেছে। এদিকে, ইম্ফলের খোয়াইরামবন্দ মহিলা মার্কেটে স্থাপিত ক্যাম্পে বেশ কয়েকটি স্কুল ও কলেজের শত শত শিক্ষার্থী রাত কাটিয়েছে। ছাত্র নেতা চৌধুরী ভিক্টর সিং মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিকদের বলেন, আমরা রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যকে আমাদের ছয়টি দাবির জবাব দিতে ২৪ ঘণ্টা সময় দিয়েছি। সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে আমরা আমাদের পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব।

সাম্প্রতিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং রাজ্যের আঞ্চলিক ও প্রশাসনিক অখণ্ডতা রক্ষার দাবিতে সোমবার হাজার হাজার ছাত্র মণিপুর সচিবালয় ও রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ করেছে। মণিপুরে সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনায় কমপক্ষে আটজন মারা গেছেন এবং ১২ জনেরও বেশি লোক আহত হয়েছেন। পরে ছাত্ররা মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিং ও রাজ্যপাল আচার্য্যের সঙ্গে দেখা করেন। ছাত্র প্রতিনিধিরা সাংবাদিকদের বলেন, তাঁরা পুলিশ মহাপরিচালক (ডিজিপি) এবং রাজ্য সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টার অপসারণ সহ তাঁদের কথিত ব্যর্থতার জন্য ছয়টি দাবি পেশ করেছেন। তাঁরা আরও দাবি করেছিল, সমন্বিত কমান্ড যা বর্তমানে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) ডিজি কুলদীপ সিংয়ের নেতৃত্বে রয়েছে তা রাজ্য সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হোক।

হুক লাইন বিরোধী অভিযান তীব্রতর করছে বিদ্যুৎ নিগম ধরা পড়লেই জরিমানা বাজেয়াপ্ত, মামলাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: হুক লাইনে বিদ্যুৎ সংযোগ শুধুমাত্র যে আইনগত ভাবে দণ্ডনীয় অপরাধ তাই নয়, হুক লাইন প্রাণঘাতীও। ইতিপূর্বে শুধুমাত্র হুক লাইন করতে গিয়ে কিংবা অসাবধানবশত বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে বহু লোকের মৃত্যু হয়েছে। ফলে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড হুক লাইন বিরোধী অভিযান তীব্রতর করেছে। এ বিষয়ে বারে বারে আবেদন, নিবেদনের পরেও একাংশ মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে হুক লাইনে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন। মূলত এ কারণেই সারা রাজ্যে নিগমের তরফে হুকলাইন ধরা অভিযান শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে কারো বাড়িতে বা প্রতিষ্ঠানে হুকলাইন ধরা পড়লে ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উচ্চ হারে আর্থিক জরিমানা সহ হুক লাইনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা শুরু হয়েছে। গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হুক লাইন বিরোধী অভিযানে মোট ৬৮ টি হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। অনিয়ম প্রমাণিত হওয়ায় ১৪ টি ক্ষেত্রে সার্ভিস লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযান সমূহে মোট ৪লক্ষ ২১ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হয়েছে। মঙ্গলবার অভিযান চলেছে শান্তিরবাজারে। এভাবেই প্রতিদিন ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের তরফে ভিজিল্যান্স টিম, স্থানীয় বিদ্যুৎ বিভাগ ও উপ বিভাগের কর্মীরা প্রতিদিনই রাজ্যের কোন না কোন জায়গায় কিংবা একাধিক জায়গায় হুক লাইন বিরোধী অভিযান জারি রেখেছেন।আগামী দিনে এই অভিযানের মাত্রা আরো বেশি হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থাও নেয়া হবে।

পথ অবরোধ

● আটের পাতার পর

গিয়েছে, উত্তর কলাছড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক আব্দুল মমিন ওরফে মানিক অর্থের বিনিময়ে ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেয়। যদি ছাত্র ছাত্রীরা টাকা না দেয় তাহলে তাদের পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। তাছাড়া, ওই বিদ্যালয় শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। বিদ্যালয়ে মাত্র ৪ জন শিক্ষক রয়েছেন। এরই বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ছাত্র ছাত্রীরা।

রাজ্যপাল

● আটের পাতার পর

প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামগুলিতে যাবেন তাও পায়ে হেঁটে যা হয়তো আগে কখনো দেখা যায়নি। রাজ্যপালের সাথে ছিলেন উনার সচিব ইউ কে চাকমা, জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ, জেলা পুলিশ প্রধান অবিনাশ রাই সহ জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা

সমালোচিত হচ্ছে

● প্রথম পাতার পর

আমাদের দায়িত্ব। প্রতি মাসে অন্তত তিন হাজারের বেশি রোগী এখানে আসেন। ডাঃ সাহা এই প্রতিষ্ঠানটির সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার গতি অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, দ্বিতীয় ব্যাচে প্রায় ২০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। এর পাশাপাশি এ আই ব্যবহারের মাধ্যমে এই থ্রিডি প্রিন্টিং সলিউশন সেন্টারটি ওপিডি''র চাপ কমাতে সাহায্য করবে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, ডোনার মন্ত্রকের অধিকর্তা (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) তানুং জামো, রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা প্রফেসর ডাঃ সঞ্জীব দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ অঞ্জন দাস, মেডিকেল এডুকেশনের অধিকর্তা ডাঃ এইচপি শর্মা, স্বাস্থ্য দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব রাজীব দত্ত, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের এমডি ডঃ সমিত রায় চৌধুরী, আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ শালু রাই সহ কলেজ হাসপাতালের অন্যান্য চিকিৎসকগণ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করিমগঞ্জে মিশন সংকল্প এর অধীনে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন

করিমগঞ্জ (অসম) ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জের মহিলা ও শিশু কল্যাণ বিভাগের হাব ফর এমপাওয়ারমেন্ট অফ ওম্যানের উদ্যোগে এবং শিক্ষাবিভাগের সহযোগিতায় করিমগঞ্জ জেলায় নারী কল্যাণে চলতে থাকা ১০০দিবসীয় কার্যসূচী সংকল্প এর অধীনে সোমবার করিমগঞ্জের মদনমোহন মাধব চরণ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদেরকে নিয়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জের বিদ্যালয়ের সমূহের পরিদর্শক নীলম জ্যোতি দাস। এতে মুখ্য বক্তা হিসেবে করিমগঞ্জ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মনোলিনা নন্দী দে, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শিল্পী দত্ত, হাব ফর এমপাওয়ারমেন্ট অফ ওম্যানের জেলা মিশন সমন্বয়ক রূপকথা চক্রবর্তী, লিঙ্গ বিশেষজ্ঞ অভিমন্যু সরকার প্রমূখ অংশগ্রহণ করেন। এতে 'বহু বাষিক শিক্ষার প্রসার : পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং শান্তির জন্য সাক্ষরতা ' এই থিম এবং প্রায় ১০০র অধিক ছাত্রীদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে রূপকথা চক্রবর্তী মিশন শক্তি এবং এর উপ প্রকল্পগুলি সহ ১০০ দিবসীয় বিশেষ সচেতনতা কার্যসূচির উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে ড. মনোলিনা নন্দী দে তার প্রেরণামূলক ভাষণে ছাত্রীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে সচেতনতার বার্তা তুলে ধরেন। তিনি ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব, ছাত্রীদের জন্য সমতার পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও সম্পর্কে সচেতনতা এবং সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ে সমূহের পরিদর্শক বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য এই স্লোগানের উপর শিক্ষা ও ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, এদিনের অনুষ্ঠানে মিশন শক্তি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর ছাত্রীদের মধ্যে খুব বেশি জানার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে।

হাইলাকান্দিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব প্রকল্প সম্পন্ন করার নির্দেশ মন্ত্রী অতুল বরা''র

হাইলাকান্দি (অসম) ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজ্যের কৃষি, ভেটেনারি, সীমান্ত উন্নয়ন ইত্যাদি বিভাগের মন্ত্রী অতুল বরা জনসাধারণের কল্যাণের জন্য সরকার গৃহীত প্রকল্প গুলির রূপায়ণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মঙ্গলবার হাইলাকান্দিতে বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে এক পর্যালোচনা বৈঠকে এই নির্দেশ দেন। মন্ত্রী অতুল বরা বলেন, দেশের প্রথম সারির পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে আসামকে নিয়ে আসতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বাত্মক পরিশ্রম করছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য আধিকারিকদেরকে তাদের অধীনস্থ প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে মন্ত্রী আহ্বান জানান। তিনি বলেন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জেলাগুলি থেকে বরাক উপত্যকার জেলা গুলি উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে পড়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বারাক উপত্যকার জেলাগুলির রিভিউ মিটিং ঘন ঘন করতে মন্ত্রীরা এখানে ঘন ঘন আসছেন। সভায় জেলা কৃষি আধিকারিক আব্দুল বাতেন চৌধুরী জানান, রবি শস্য এবং মিলেট উৎপাদনের জন্য জেলায় দুই হাজার প্রগতিশীল কৃষককে বীজ দেওয়া হয়েছে। অনলাইন পোর্টালে এইসব তথ্য আপলোড করা হয়েছে। বিতরনের আগে এইগুলি প্রশাসন থেকে স্টক ভেরিফাই করা হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট ভেটেনারি অফিসার জে এ তালুকদার জানান, জেলার গবাদি পশুদের তৃতীয় রাউন্ডের ভ্যাকসিন চলছে। লক্ষ্যমাত্রা ১ লক্ষ ২৫ হাজার। স্বাস্থ্য যুগ্ম সঞ্চালক ডা: অলকানন্দা নাথ জানান জেলার হাসপাতাল গুলিতে প্রশাসনিক ডাক্তার এবং সার্জারি বিভাগের ডাক্তার নেই। তিনি বলেন জেলায় প্রসূতি মায়ের মৃত্যুর হার কমেছে এবং ম্যালেরিয়া রোগেরও প্রাদুর্ভাব কমেছে। তবে এবছর অর্থাৎ চলতি মরসুমে যে আটটি ম্যালেরিয়া রোগের কেইস ধরা পড়েছে তা মিজোরাম থেকে আসা রোগী বলে তিনি জানান। ফিশারি বিভাগ থেকে জানানো হয় যে জেলার প্রয়োজনের ৯৫ শতাংশ মৎস্য জেলায় উৎপাদন হয়। বাইরে থেকে কেবল পাঁচ শতাংশ মৎস্য আনা হয় বর্তমানে। গত অর্থ বছরে জেলায় ২০ হাজার ৪৬২ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদন হয়েছে বলে বিভাগ থেকে জানানো হয়।পি এইচ ই বিভাগ থেকে জানানো হয় যে শহরে একটি নতুন আরবান ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম এর জন্য টেন্ডার শীঘ্রই ডাকা হবে। জেলায় যেসব জল সরবরাহ স্কিম থেকে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে সেগুলি সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই বলে বিভাগ থেকে জানানো হয় সভায়। শিক্ষা বিভাগ থেকে জানানো হয় যে, জেলার ১২৫৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক লক্ষ উনিশ হাজার ১৯৯ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। এর মধ্যে ৫৭ টি এল পি স্কুলে একজন করে শিক্ষক রয়েছেন বলে বিভাগ থেকে জানানো হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে জেলা আয়ুক্ত নিসর্গ হিভারে জানান যে নিযুত ময়না প্রকল্প চালু করার জন্য জেলার যোগ্য ২৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২১ টি তিনি নিজে পরিদর্শন করেছেন। এতে তিনি দেখেছেন যে এই প্রকল্পটির জন্য জেলায় খুব ভালো সাড়া পড়েছে বলে জানান জেলা আয়ুক্ত। শিক্ষা বিভাগ থেকে জানানো হয় যে আয়নাখালে উইমেন মডেল কলেজের কাজ আগামী মার্চ মাসে এবং বন্দুকমারায় রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের কাজ আগামী ডিসেম্বর মাসে শেষ হবে। সভায় অংশ নিয়ে বিধায়ক সুজাম উদ্দিন লস্কর জেলায় কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আরো সহকারী সরঞ্জাম সরবরাহ করার প্রস্তাব দেন। এতে অংশ নিয়ে বিধায়ক জাকির হোসেন লস্কর লালা শহরের ওয়াটার লগিং প্রবলেম নিরসনের জন্য মন্ত্রীর দৃষ্টির আকর্ষণ করেন। সবাই সব বিভাগের শীর্ষ অধিকারী সহ ডিডিসি এল্ডাড ফাইরিম এবং জেলা পরিষদের সিইও রণজিৎ কুমার লস্কর অংশ নেন।

সন্দীপ ঘোষ ও তিন সঙ্গীকে জেল হেফাজতের নির্দেশ, আপাতত ঠাঁই প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : চিকিৎসা দুর্নীতি মামলার তদন্তে আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষ সহ মোট চারজন''কে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত। উল্লেখ্য, চলতি মাসের তিন তারিখে সিবিআই আদালতে তাকে নিজেদের হেফাজতে চেয়েছিল সিবিআই। এদিন তাকে আদালতে তোলা পেশ করা হলে সিবিআইয়ের আইনজীবী আদালতে বলেন, অভিযুক্তদের মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন নেই। এর দরকার হলে পরে আদালত আবেদন করবে। সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর কথা শোনার পর বিরক্তি প্রকাশ করেন বিচারপতি। সন্দীপ ঘোষ সহ চারজন''কে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তবে, অভিযুক্ত ওই চারজনকে কোর্ট রুম থেকে বের করার সময় 'চোর, চোর' স্লোগান ওঠে। ডাঃ সন্দীপ ঘোষ কে লক্ষ্য করে জুতো ছুঁড়তে দেখা গিয়েছে। 'বিচার চাই, বিচার চাই' - স্লোগান দিতে থাকেন আইনজীবীদের একাংশ। ধর্ষকের বিচার চাই এমন স্লোগান ওঠে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা তাদের চারজনকে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে চলে যান।

সুদীপ রায় বর্মন

● প্রথম পাতার পর

চুক্তির মাধ্যমে ২৫০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছে সরকার। কিন্তু উগ্রবাদীদের সমস্যার কারণে যারা বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করছেন, নিজেদের শেষ সম্বল টুকু ছেড়ে দিয়েছেন তাদের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি বিজেপি সরকার।

মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস স্বরাষ্ট্র দফতর পরিচালনা করার উপযুক্ত নন : সঞ্জয় রাউত

মুম্বাই, ১০ সেপ্টেম্বর : শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত বিজেপি নেতা এবং মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসকে কড়া আক্রমণ করেছেন। তিনি বিজেপি প্রদেশ সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলের ছেলের গাড়ি দুর্ঘটনাকে নিশানা করে বলেন, দেবেন্দ্র ফড়নবিস স্বরাষ্ট্র দফতর পরিচালনা করার উপযুক্ত নন।

মঙ্গলবার শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেন, উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দফতরের পরিচালনার জন্য উপযুক্ত নন। বিজেপি প্রদেশ সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলের ছেলের বিলাসবহুল গাড়ির সড়ক দুর্ঘটনার একদিন পর সঞ্জয় রাউতের এই হামলা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত দাবি করেন, মামলার সমস্ত প্রমাণ ধ্বংস করা হয়েছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বিজেপি নেতা ফড়নাবিস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকবেন, ততদিন রাজ্যে কোনও ক্ষেত্রেই সুষ্ঠু তদন্ত হবে না। সংবাদে প্রকাশ, মহারাষ্ট্রে বিজেপি প্রদেশ সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলের ছেলে সংকেত বাওয়ানকুলের অডি গাড়ি সোমবার ভোরে নাগপুরের রামদাসপেঠ এলাকায় বেশ কয়েকটি গাড়িকে ধাক্কা দেয়। পুলিশ এই মামলায় চালক এবং অন্য একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনা সম্পর্কে জনৈক পুলিশ অফিসার বলেন, বিলাসবহুল গাড়িতে ভ্রমণকারীরা ধরমপেথ এলাকার একটি বিয়ার বার থেকে ফিরছিলেন। তখন এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, ডাক্তারি পরীক্ষার সময় মদ্যপানের শনাক্ত করতে রক্ত পরীক্ষাও করা হবে। এ ঘটনায় দ্রুত গতি ও অন্যান্য অপরাধের মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানান ওই পুলিশ কর্মকর্তা। মানকাপুর ব্রিজে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়া সংকেত বাওয়ানকুলে এবং অন্য দুজনের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

সঞ্জয় রাউত মঙ্গলবার মামলার তদন্ত নিয়ে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসকে নিশানা করেছেন। তাঁর দাবি, প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিজেপির প্রদেশ সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলের ছেলে নাগপুরে মদ্যপান করে দু''জনকে গুরুতর আহত করেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় হল, এফআইআর-এ তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং দুর্ঘটনার পরে গাড়ির নম্বর প্লেটটি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।

তিনি বলেন, দেবেন্দ্র ফড়নবীস যদি কার্যকরভাবে স্বরাষ্ট্র দফতরের নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হন, তবে তিনি এই জাতীয় পদের জন্য যোগ্য নন। গাড়িটি বাওয়ানকুলের নামে নিবন্ধিত, তবুও সমস্ত প্রমাণ মুছে ফেলা হয়েছে, রাউত দাবি করেছেন। তিনি বলেন, যতদিন দেবেন্দ্র ফড়নবিস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকবেন এবং রশ্মি শুক্লা পুলিশ মহাপরিচালক থাকবেন, ততদিন রাজ্যে কোনও ক্ষেত্রেই সুষ্ঠু তদন্ত হতে পারে না।

এই দুর্ঘটনার পরে চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে স্বীকার করেছেন যে অডি গাড়িটি তাঁর ছেলে সংকেতের নামে নিবন্ধিত ছিল। প্রবীণ বিজেপি নেতা বলেন, পক্ষপাত ছাড়াই দুর্ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নিরপেক্ষ তদন্ত করা উচিত পুলিশের। দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। আমি কোনো পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলিনি। আইন সবার জন্য সমান হওয়া উচিত।

১১ সেপ্টেম্বর ভারত-ফিলিপাইন জেডিসিসি বৈঠক, ম্যানিলা যাবেন প্রতিরক্ষা সচিব

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : প্রতিরক্ষা সচিব গিরিধর আরমানে ভারত-ফিলিপাইন জয়েন্ট ডিফেন্স কো-অপারেশন কমিটির (জেডিসিসি) পঞ্চম বৈঠকে সহ-সভাপতিত্ব করতে ১১ সেপ্টেম্বর ম্যানিলা সফর করবেন। সফরকালে প্রতিরক্ষা সচিব দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনা করবেন। তিনি ফিলিপাইন সরকারের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন। ফিলিপাইনের জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সিনিয়র আন্ডার সেক্রেটারি ইরিনিও ক্রুজ এস্পিনো এই বৈঠকের সহ-সভাপতি হবেন। কারণ ভারত এবং ফিলিপাইন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর এবং ভারতের আইন পূর্ব নীতির ১০ বছর উদযাপন করছে। দুই দেশের মধ্যে একটি শক্তিশালী এবং বহুমাত্রিক সম্পর্ক রয়েছে, যা প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহ বেশ কয়েকটি কৌশলগত ক্ষেত্রে আরও এগিয়েছে। প্রতিরক্ষা উৎপাদনে স্বনির্ভরতার লক্ষ্য অর্জনে তারা একে অপরকে সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০০৬ সালে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত প্রতিরক্ষা সহযোগিতার সমঝোতা স্মারকের কাঠামোর মধ্যে জেডিসিসি গঠিত হয়েছে। বৈঠকের চতুর্থ সংস্করণটি ২০২৩ সালের মার্চ মাসে নয়াদিল্লিতে যুগ্ম সচিব পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

পরমবীর চক্র বিজয়ী আবদুল হামিদকে শ্রদ্ধা জানালেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ আজ পরম বীর চক্র বিজয়ী আবদুল হামিদকে তাঁর শহীদ দিবসে তাঁর গুণাবলী স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। শাহ তাঁর এক্স বার্তায় এই যোদ্ধাকে স্মরণ করেন এবং তাঁর আত্মত্যাগ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ লিখেছেন, 'আব্দুল হামিদ জি ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে নিজের জীবনের পরোয়া না করে দৃঢ়তার সাথে শত্রুদের সাথে লড়াই করেছিলেন এবং শহীদ হয়েছিলেন।' তাঁর অদম্য সাহস শত্রুর ট্যাঙ্কের পাশাপাশি তাদের সম্পূর্ণ কৌশল ধ্বংস করে দেয়। দেশরক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী এই সাহসী সৈনিকের গল্প আগামী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

রুদ্রপ্রয়াগে কেদারনাথের পথে বড় দুর্ঘটনা, পাহাড় ধসে মৃত্যু হল ৩ ভক্তের

রুদ্রপ্রয়াগ, ১০ সেপ্টেম্বর : উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলার কেদারনাথ জাতীয় সড়কে ভূমিধসে তিন ভক্তের মৃত্যু হয়েছে। তিনটি মরদেহই পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এনডিআরএফ ও এসডিআরএফের উদ্ধার অভিযান এখনও চলছে। রুদ্রপ্রয়াগ জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আধিকারিক নন্দন সিং রাজওয়ার জানিয়েছেন, সোনপ্রয়াগ এবং গৌরীকুন্ডের মধ্যে মুনকাটিয়ার কাছে এই দুর্ঘটনার খবর সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে পাওয়া গেছে নন্দন সিং রাজওয়ার বলেন, ধ্বংসস্তূপের নিচে ভক্তদের চাপা পড়ার খবর পেয়ে পুলিশ, প্রশাসন, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দল অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ শুরু করেছে। সোমবার উদ্ধারকারী দলগুলি ঘটনাস্থল থেকে একজন মৃত এবং তিনজন আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে সোনপ্রয়াগে নিয়ে আসে। মৃত ব্যক্তির নাম গোপালজি (৫০) তিনি মধ্যপ্রদেশের ধর জেলার বাসিন্দা। এ ঘটনায় আহতদের মধ্যে গোপালজীর ভাই ছগন লাল (৪৫) রয়েছেন। এছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা মনপ্রীত সিং (৩০) এবং নেপালের ধনোয়ার বাসিন্দা জীবচ তিওয়ারি (৬০)ও আহত হয়েছেন। তবে আজ উদ্ধার হওয়া লাশগুলোর পরিচয় সম্পর্কে কোনো তথ্য দেয়নি কর্তৃপক্ষ।পুলিশ জানায়, যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার পর থেকে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্যের মামলা, সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি শশী থারুরের

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে তার বিতর্কিত মন্তব্যের কারণে মানহানির মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরকে স্বস্তি দিয়েছে। এই মামলায় নিম্ন আদালতের কার্যক্রম স্থগিত করেছে সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি, সুপ্রিম কোর্ট বিজেপি নেতা রাজীব বব্বরকেও নোটিশ জারি করেছে। তিনি এই মামলায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। আদালত তাঁকে চার সপ্তাহের মধ্যে থারুরের আবেদনের জবাব দিতে বলেছে।

সম্প্রতি এই বিষয়ে স্বস্তির জন্য দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন থারুর। তবে আদালত তাঁর আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল। এরপর সোমবারই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন তিনি। এই ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে বেঞ্চ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত শুনানি করার স্বাভাবিক প্রথা ভেঙে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত মামলার শুনানি করেন। প্রসঙ্গত, গত ২৯ আগস্ট দিল্লি হাইকোর্ট থারুরের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা বাতিল করতে অস্বীকার করেছিল। আদালত বলেছিল, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মন্তব্য ঘৃণ্য ও নিন্দনীয়। হাইকোর্ট বলেছিল, প্রাথমিকভাবে মন্তব্যটি প্রধানমন্ত্রী, ক্ষমতাসীন বিজেপির পাশাপাশি তার পদাধিকারী এবং সদস্যদের মানহানি করেছে। থারুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপির দিল্লি শাখার সহ-সভাপতি রাজীব বাব্বর।

গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

● প্রথম পাতার পর

বখাটে যুবক কিরন দেববর্মা বহুদিন ধরে এক সন্তানের জননী ওই মহিলার উপর কুনজর দিয়ে আছে বলে অভিযোগ ওই মহিলার। বিভিন্ন সময় স্বামীর অনুপস্থিতিতে বখাটে কিরন দেববর্মা ও তার সঙ্গপাঙ্গ নিয়ে হাজি হয় ঐ মহিলার বাড়িতে এবং মহিলা বিভিন্ন আপত্তিকর জায়গায় স্পর্শ করে। বাধা দিলে প্রানে মেরে ফেলার হুমকি দেয় কিরন। এমনকি পুলিশকে জানালে তার স্বামীকে খুন করবে বলেও হুমকি দেয়। ভয়ে এই শারীরিক নির্যাতন এতোদিন সহ্য করে চললেও ধৈর্য্যের বাঁধ যখন ভেঙে যায় তখন পশ্চিম থানার দ্বারস্থ হয় ঐ দম্পতি। মামলা করে কিরণ দেববর্মার বিরুদ্ধে।মামলা হাতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বখাটে কিরনকে জালে তুলে পশ্চিম থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারা মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শহরের বুকে এধরনের ঘটনায় নারী নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উত্তর শুরু করেছে।

বাঘা যতীনের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন, আর জি করের আন্দোলন নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেশের অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী নেতা বাঘা যতীনের ১০৯তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হল মঙ্গলবার। কলকাতার ময়দানে বাঘা যতীনের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন কলকাতা পুরসভার মেয়র এবং রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বাঘা যতীনের প্রকৃত নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হলেও, তিনি 'বাঘা যতীন' নামেই সমধিক পরিচিত।অনুষ্ঠানের শেষপর্বে, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকদের চলমান আন্দোলন নিয়ে ফিরহাদ হাকিমকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি এই বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান। মেয়র স্পষ্ট জানান, 'এই বিষয়ে আমি কিছু বলব না।' তবে তিনি বাঘা যতীনের দেশের জন্য আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, 'বাঘা যতীনের মতো বিপ্লবীরা না থাকলে হয়তো আজও আমরা পরাধীন থাকতাম। তাদের অবদান এবং প্রেরণা আমাদের সমৃদ্ধ করে। তাই আজ আমরা স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিক হতে পেরেছি।'

ক্রীড়াঙ্গন

সিনিয়র লিগ ফুটবলে টাউন ক্লাবকে হারিয়ে জয় অব্যাহত রামকৃষ্ণ ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা জয় রামকৃষ্ণ ক্লাবের। পঞ্চম ম্যাচের মাথায় দ্বিতীয় জয়ের স্বাদ পেয়েছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। প্রথম ডিভিশন লীগের প্রথম ম্যাচে ফরওয়ার্ডের সঙ্গে ড্র করে পয়েন্ট ভাগ করে নিলেও পরবর্তী দুটি ম্যাচে যথাক্রমে নাইন বুলেটস ও এগিয়ে চলো সংঘের কাছে হেরে পয়েন্ট খোয়ানোর পর পরবর্তী দুই ম্যাচে যথাক্রমে জুয়েলস এসোসিয়েশন কে ২-১ গোলে এবং আজ, মঙ্গলবার টাউন ক্লাবকে তিন গোলে হারিয়ে অনেকটা সুপার ফোর অর্থাৎ প্রথম সারিতে অবস্থানের কথা ভাবছে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবলের ১৯ তম ম্যাচে রামকৃষ্ণ ক্লাব আজ, মঙ্গলবার ৩-০ গোলের ব্যবধানে টাউন ক্লাবকে পরাজিত করেছে। প্রথমার্ধেই বিজয়ী দল তিনটি গোল করে নেয়।

খেলার ১৪ ও ৪২ মিনিটের মাথায় সরোখাইবান একাই দুটি গোল করে। মাঝে নাওরাম গোবিনদাস সিং একটি গোল করে ২৪ মিনিটের মাথায়।

দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে পুরো সময়টা অতিবাহিত হলেও গোলের সন্ধান কেউ পায়নি।

এদিকে খেলার শেষ পর্য্যায়ে রামকৃষ্ণ ক্লাবের আচাই ফাং জমাতিয়া ও শক্তি ত্রিপুরাকে খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। বিজয়ী দলের সাড়া সিং পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিপ্লব সিং, অরিন্দম মজুমদার, পল্লব চক্রবর্তী ও তপন কুমার নাথ। দিনের খেলা সন্ধ্যা সোয়া ছয়টায় এগিয়ে চলো সংঘ বনাম ত্রিবেণী সংঘ।

জাতীয় হ্যান্ডবল আসরের জন্য রাজ্যদল গঠনের সিলেকশন ট্রায়াল আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় হ্যান্ডবল আসরে অংশগ্রহণ করবে ত্রিপুরা দল। এর উদ্দেশ্যে রাজ্য দল গঠনের জন্য সিলেকশন ট্রায়াল ডাকা হয়েছে।

সোমবার হ্যান্ডবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভায় সভাপতি, সহসভাপতি ও অন্যান্য সদস্যদের অনুমতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে , আগামী ৩রা অক্টোবর থেকে ৭ অক্টোবর জাতীয় সাব জুনিয়র ছেলেদের হ্যান্ডবল খেলা হবে সেকেন্দ্রাবাদ এর তেলাঙ্গানায়।এর জন্য ১২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় উমাকান্ত হ্যান্ডবল প্লে সেন্টারে একদিনের নির্বাচনী শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

বিশেষ ভাবে নজর রাখতে হবে ছেলেদের জন্ম তারিখ হতে হবে ১ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ এর মধ্যে। প্রত্যেকের অরিজিনাল বার্থ সার্টিফিকেট আনতে হবে সিলেকশনের দিন। যেসব খেলোয়াড়রা নির্বাচিত হবে তাদের অরিজিনাল বার্থ সার্টিফিকেট সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। জানিয়েছেন ত্রিপুরা হ্যান্ডবল সংস্থার সচিব লিটন রায়। খেলোয়ারদের যথাসময়ে সিলেকশন ট্রায়ালে উপস্থিত হতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্যারা অলিম্পিক: চীনের ধারেকাছে নেই আমেরিকা

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গতকাল ফ্রান্সে শেষ হয়েছে প্যারালিম্পিক। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে প্যারা অলিম্পিকের ইভেন্ট গুলিতে অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছেন চীনের প্রতিযোগীরা। চীনের প্রতিযোগীরা জিতলেন সর্বোচ্চ ২২০টি পদক।

আমেরিকার সঙ্গে চীনের পদকের লড়াই জমে উঠেছিল শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত। অলিম্পিকেও দুটি দেশের মধ্যে লড়াই হয়েছে। তবে সেটা সোনা জয়ের ক্ষেত্রে। দুটি দেশই অলিম্পিকে জিতেছে ৪০টি করে সোনা। তবে রুপো ও ব্রোঞ্জসহ পদকের তালিকায় আমেরিকা থেকে পিছিয়ে ছিল চীন। চীন সর্বমোট পদক জিতেছিল ৯১টি। আর আমেরিকা জিতেছিল ১২৬টি পদক। তবে প্যারালিম্পিকে চীন অনেক এগিয়ে আমেরিকার থেকে। ২০০৪ থেকে তারাই পদক তালিকায় শীর্ষ দেশ। সেই ধারাবাহিকতা এবারও বজায় থাকল। সব মিলিয়ে ২২০টি পদক জিতেছেন চীনের প্রতিযোগীরা। তাঁরা ৯৪টি স্বর্ণ, ৭৬টি রুপা ও ৫০টি ব্রোঞ্জও জিতেছেন। পদক তালিকায় দুই নম্বরে আছে যুক্তরাজ্য (১২৬টি পদক)। ৪৯টি স্বর্ণ, ৪৪টি রুপো ও ৩১টি ব্রোঞ্জ জিতেছে তারা। তিন নম্বরে রয়েছে আমেরিকা। চীনের অর্ধেক পদকও জেতেনি তারা। আমেরিকা মোট পদক জিতেছে ১০৫ টি। ৩৬টি সোনা, ৪২টি রুপো ও ২৭টি ব্রোঞ্জ। ৫৬টি পদক জিতেছে নেদারল্যান্ডস।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ: শ্রীলঙ্কার জয়ে নিচের দিকের পয়েন্ট টেবিলের পরিবর্তন

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সোমবার দশ বছর পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ জিতল শ্রীলঙ্কা। আর শ্রীলঙ্কার এই জয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলের নিচের দিকে দলগুলোর মধ্যে ঘটে গেল বেশ কিছু পরিবর্তন।

শ্রীলঙ্কার এ জয়ের ফলে দুই ধাপ উপরে উঠে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পাঁচ নম্বরে শ্রীলঙ্কা। দলটি ৭ ম্যাচে ৩ জয়ে ৩৬ পয়েন্ট—সহ শতকরা ৪২.৮৬ শতাংশ পয়েন্ট পেয়েছে। এক ধাপ করে নিচে নেমেছে ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৬ ম্যাচে ৮ জয় ও এক ড্রয়ে পাঁচে নামা ছয় নম্বরে থাকা ইংলিশরা ৮১ পয়েন্ট পেয়েছে। তাদের শতকরা পয়েন্ট ৪২.১৯। ছয় ম্যাচে ২ জয় ও এক ড্রয়ে সপ্তম স্থানে যাওয়া প্রোটিয়ারা ২৮ পয়েন্ট পেয়েছে। তাদের শতকরা পয়েন্ট ৩৮.৮৯।

পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করে ২-০ ব্যবধানে ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জয়ের পর আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়ন্সশিপের টেবিলে চতুর্থ স্থানে উঠেছে বাংলাদেশ। দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথমটিতে ১০ উইকেটের বিশাল জয়ের পর দ্বিতীয় টেস্টে ৬ উইকেটে জিতে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৩-২৫ চক্রে ৬ খেলায় ৩ জয়ে বাংলাদেশের পয়েন্ট ৩৩। শতকরা ৪৫.৮৩ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চারে টিম টাইগার্স।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ২০২৩-২৫ চক্রে সবার আগে আছে ভারত। টিম ইন্ডিয়ার শতকরা পয়েন্ট ৬৮.৫২ শতাংশ। ৯টি খেলায় ৬ জয় ও এক ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৭৪। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া ১২ ম্যাচে ৮ জয় ও এক ড্রয়ে পেয়েছে ৯০ পয়েন্ট। শতকরা ৬২.৫০ শতাংশ পয়েন্ট পেয়েছে অজিরা। ৬ ম্যাচে ৩ জয়ে মোট ৩৬ ও শতকরা ৫০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে নিউজিল্যান্ড।

টাইগারদের কাছে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর পাকিস্তান শতকরা (৩০.৫৬) পয়েন্ট নিয়ে আট নম্বরেই রয়েছে। পাকিস্তান ৭ খেলায় ২ জয়ে পেয়েছে ১৬ পয়েন্ট। টেবিলের তলানিতে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯ খেলায় এক জয় ও ২ ড্রয়ে ২০ পয়েন্ট পেয়েছে। ক্যাবিরীয়রা শতকরা ১৮.৫২ পয়েন্টের বেশি পায়নি।

উয়েফা নেশন্স লিগ: ইসরায়েলকে হারিয়ে শীর্ষে ইতালি

জেরুসালেম, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রতিপক্ষের মাঠে সোমবার রাতে 'এ' লিগের ২ নম্বর গ্রুপের ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে লুচিয়ানো স্পালেত্তির দল ইতালি। টানা দুই জয়ে নেশন্স লিগে গ্রুপের শীর্ষে অবস্থান মজবুত করল ইতালি।

ম্যাচের ৩৮ মিনিটে দাভিদে ফ্রাত্তেসি দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ম্যাচের ৬২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মোইজে কিন। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ৭৮ নম্বরে থাকা ইসরাইল নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে একটি গোল করে ব্যবধান কমায়। ইতালির জালে বল পাঠান মোহাম্মদ আবু ফানির।

এই ম্যাচ জয়ের ফলে দুই ম্যাচের দুটিতেই জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকল ইতালি। আর গ্রুপের আরেক ম্যাচে বেলজিয়ামকে ২-০ গোলে হারিয়ে ফ্রান্স ৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে। সমান পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে বেলজিয়াম। ইসরায়েলের পয়েন্ট শূন্য।

উয়েফা নেশন্স লিগ: প্রথম জয় পেল ফ্রান্স

প্যারিস, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নেশন্স লিগের প্রথম ম্যাচেই ফ্রান্স হেরেছিল ইতালির কাছে। দ্বিতীয় ম্যাচে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল শক্তিশালী বেলজিয়াম। ঘুরে দাঁড়াতে এই ম্যাচে জয় ছাড়া কোন রাস্তা ছিল না।সেটাই তারা করল। দ্বিতীয় ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়ালো বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে বেলজিয়ামকে ২-০ গোলে হারাল ফরাসিরা।

ঘরের মাঠে খেলতে নেমে প্রথমেই বেলজিয়ামের কাছে চাপে পড়েছিল ফ্রান্স। কিলিয়ান এমবাপে,অঁতোয়ান গ্রিজমানদের বেঞ্চে রেখে একাদশ সাজানো ফ্রান্স কিছুক্ষণ বাদে নিজেদের ঘুচিয়ে নিয়ে একের পর এক আক্রমনে গেছে কোলো মুয়ানি-থুরামরা। এর ফল মেলে প্রথমার্ধের ২৯ মিনিটে পিএসজির ফরওয়ার্ড রান্দাল কোলো মুয়ানি দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ান উসমান দেম্বেলে।

দুই ম্যাচে প্রথম জয়ে ফ্রান্সের পয়েন্ট হল বেলজিয়ামের সমান-৩। এদিন ইসরায়েলকে ২-১ গোলে হারিয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থানে থাকল ইতালি।

পাকিস্তান ক্রিকেটের গৌরব ফেরাতে বিশেষ এক 'কানেকশন ক্যাম্প' আয়োজন করছে পিসিবি

করাচি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের কাছে সিরিজ হারানোর পর পাকিস্তানের ক্রিকেটে এক নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে পিসিবি।পাকিস্তান ক্রিকেটের গৌরব ফেরাতে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার নাম 'কানেকশন ক্যাম্প'।

এই ''কানেকশন ক্যাম্পে''র মাধ্যমে পাকিস্তানের ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সার্বিক দিক পর্য্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তান ক্রিকেটের গৌরব ফিরিয়ে আনতে পিসিবির এই উদ্যোগ।

ফায়সালাবাদে আসরটি শুরু হবে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর , শেষ হবে ২৯ সেপ্টেম্বর। এই সভায় দুই সংস্করণের কোচ জেসন গিলেস্পি ও গ্যারি কার্স্টনের সঙ্গে থাকবেন পিসিবি প্রধান মহসিন নাকভি। এছাড়াও দুই সংস্করণের অধিনায়ক শান মাসুদ ও বাবর আজমের পাশাপাশি থাকবেন কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটারদের অনেকে।

পিসিবি প্রধানের বিশ্বাস, 'কানেকশন ক্যাম্প' এর মাধ্যমে পাকিস্তান ক্রিকেটে একটা ভালো দিক বেরিয়ে আসবে।

আন্তর্মহাদেশীয় কাপে সিরিয়ার কাছে লজ্জার হার ভারতের, স্পষ্ট হলো সুনীল ছেত্রীর অভাব

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেশের মাটিতে লজ্জার হার। আন্তর্মহাদেশীয় কাপে সোমবার রাতে সিরিয়ার কাছে ৩ গোলে হারল নতুন কোচ মানোলো মার্কেজের ভারত। গোটা ম্যাচে যে জঘন্য ফুটবল খেলেছেন লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেরা, তা কোচ মানোলো মার্কেজকে চিন্তায় রাখবে।

তাছাড়া সুনীল ছেত্রীর অভাবও স্পষ্ট হয়েছে।

সুনীল ভারতীয় দল থেকে অবসরের পর যাদের ওপর আস্থা রেখেছিলেন সেই বেলালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, মনবীর সিংহ, সাহাল সামাদেরা নজর কাড়তে রীতিমতো ব্যর্থ। তাছাড়া নতুন স্প্যানিশ কোচ মানোলো মার্কেজের কৌশল নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে।কারন দু'টি ম্যাচেই তার কৌশল নজর কাড়তে পারেনি।

সুতরাং ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে খেতাব ধরে রাখতে পারল না ভারত।

প্রথম বার খেতাব জিতে নিল সিরিয়া। ফিফা ক্রমতালিকায় ১৭৯ নম্বরে থাকা মরিসাসের বিরুদ্ধেও ম্যাচ ড্র। সুতরাং ভারতীয় ফুটবলে মানোলো অধ্যায়ের হতাশা জারি রইল।

আনোয়ার ইস্যু: আনোয়ার চার মাস নির্বাসিত, ইস্টবেঙ্গলকে দিতে হবে ১২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): এবছর দিল্লি এফসি থেকে লোনে মোহনবাগানের হয়ে খেলতে গিয়েছিলেন আনোয়ার। কিন্তু এই বছরই দল বদল করে পাঁচ বছরের জন্য মোহনবাগান থেকে ইস্টবেঙ্গলের সই করেন আনোয়ার। কিন্তু ফেডারেশনের প্লেয়ার্স স্টেটাস কমিটি মনে করছে এটা নিয়ম-বহির্ভূত।

এর ফলে শাস্তি হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের ও আনোয়ার আলীর। ভারতীয় এই ডিফেন্ডারকে চার মাসের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে। এরফলে তিনি খেলতে পারবেন না আইএসএলে। আর ইস্টবেঙ্গলকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ১২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। এই টাকা পাবে মোহনবাগান। তাছাড়া আগামী দু'টি ট্রান্সফার উইন্ডোয় কোনও ফুটবলার সই করাতে পারবে না ইস্টবেঙ্গল এবং দিল্লি এফসি। তবে মনে করলে আনোয়ার এই শাস্তির বিরুদ্ধে আবেদন করে ফিফার কাছে যেতে পারেন।

মঙ্গলবার ইয়ান মরগানের জন্মদিন

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ইংল্যান্ডের হয়ে ২০১৯ সালের বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক ইয়ান মরগানের মঙ্গলবার ৩৮তম জন্মদিন।মরগান ক্রিকেট খেলেছেন দুই দেশের হয়ে। প্রথমে আয়ারল্যান্ড পরে ইংলিশদের হয়ে। দুই দেশের হয়ে সেঞ্চুরি করা প্রথম ক্রিকেটার তিনি।ইংল্যান্ডের হয়ে ওয়ানডে (৬৯৫৭ রান) ও টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ (২৪৫৮ রান) রান করেন মরগ্যান। তবে খেলেছেন মাত্র ১৬টি টেস্ট ম্যাচ।

২০৩২ ব্রিসবেন অলিম্পিকের জন্য প্রতিভা অনুসন্ধান শুরু করেছে অস্ট্রেলিয়া

ব্রিসবেন, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অস্ট্রেলিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্ট(এআইএস) মঙ্গলবার জানিয়েছে, ২০৩২ সালের ব্রিসবেন অলিম্পিক এবং প্যারালিম্পিকে ঘরের মাটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী অ্যাথলেটদের খুঁজে বের করতে অস্ট্রেলিয়া আগামী মাসে তার সবচেয়ে বড় প্রতিভা অনুসন্ধান শুরু করবে।

''এআইএস প্রতিটি রাজ্যে তার সমতুল্যদের সাথে সাথে ৪০টিরও বেশি ক্রীড়া এবং প্যারালিম্পিক অস্ট্রেলিয়ার সাথে 'ফিউচার গ্রিন অ্যান্ড গোল্ড' প্রোগ্রামকে একত্রিত করার জন্য সংযুক্ত করেছে, যা প্রতিভাকে চিহ্নিত করবে এবং অ্যাথলেটদের অভিজাত পথে নিয়ে যাবে,'' বলেছেন এআইএস-এর অ্যানেট ইস্টউড। সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন, ''২০৩২ সালের অলিম্পিক দলের জন্য ১৩ থেকে ২৩ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ানদের লক্ষ্য করা হবে। এর জন্য কোনো পূর্ববর্তী খেলাধুলার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই এবং অলিম্পিক বা

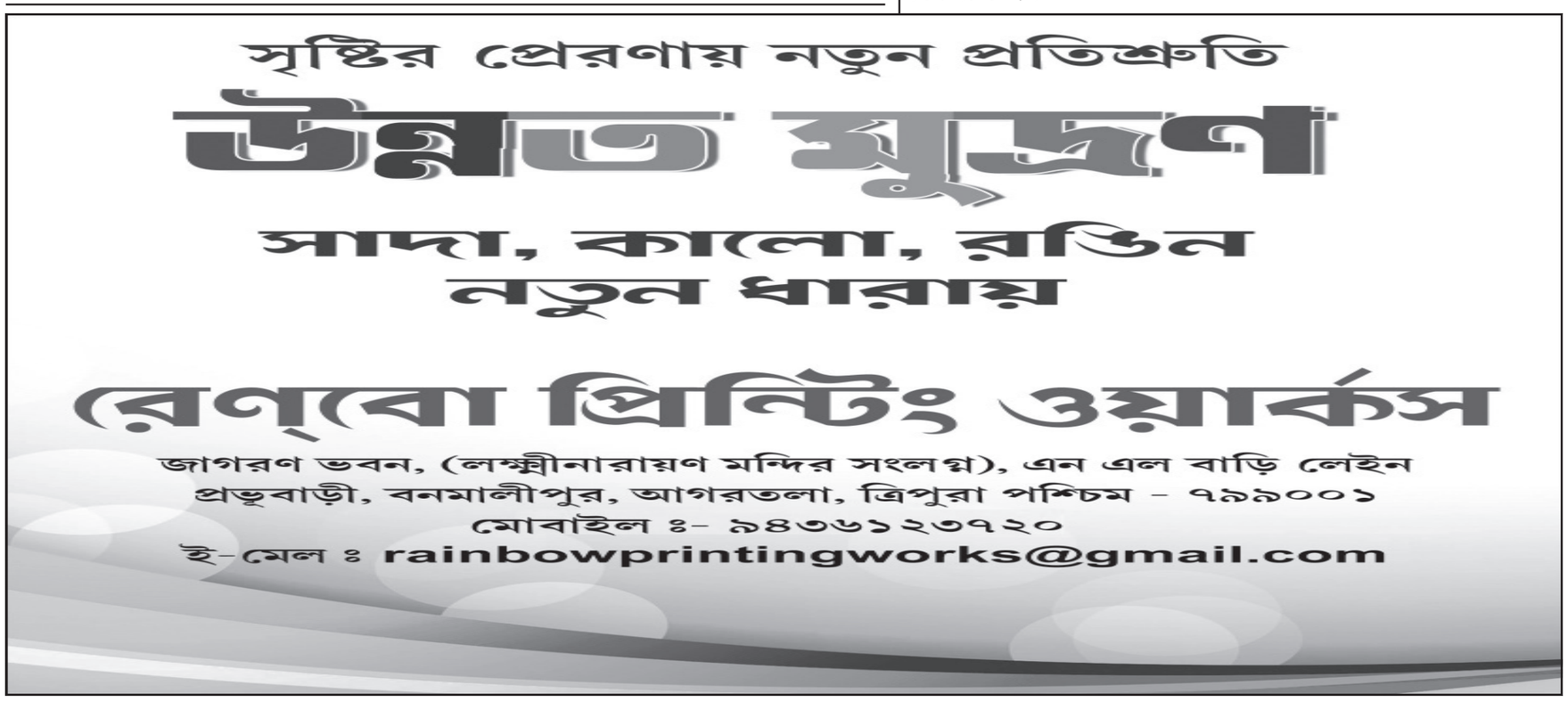

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আইজিএম হাসপাতালের ঐতিহ্য ভবন সংরক্ষণ করা হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর : আইজিএম হাসপাতালের ঐতিহ্য ভবন সংরক্ষণ করা হবে। এজন্য হাসপাতালের ঐতিহ্যবাহী পুরাতন ভবনের রেট্রোফিটিংয়ের কাজ হাতে নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ স্বাস্থ্য দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ ও পুষ্পবন্ত প্রাসাদের মতো করেই এই ঐতিহ্যবাহী ভবনের সংরক্ষণের কাজ করা হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৭৩ সালে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের উদ্যোগে ৩০ শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতালের যাত্রা শুরু হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ব্রিটিশ সরকার দেশের বিভিন্ন প্রান্তের রাজন্য শাসকদের আর্থিক অনুদান নিয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মরণে বিভিন্ন স্মৃতিশৌধ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। তখনকার ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর এই হাসপাতালের সংস্কার সাধন ও পরিবর্ধন করে সাধারণ রোগীর জন্য শয্যা সংখ্যা ৫৪টি ও সংক্রামক রোগীদের জন্য ১০ শয্যার ব্যবস্থা করেন এবং এই হাসপাতালের নামকরণ করেন ''ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতাল''। মূল ভবনের চূড়ায় এই নামটি খোদিত হয় এবং তৎকালীন বাংলার ব্রিটিশ লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জন উডবার্ন এই নবরূপে পরিবর্ধিত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতালের উদ্বোধন করেন ১৯০৪ সালে। পরবর্তীকালে ১৯৯০ সালে এই নাম পরিবর্তন করে হাসপাতালের নাম রাখা হয় ''ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল।''

বর্তমানে ৬০৮ শয্যাবিশিষ্ট আইজিএম হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসার মোটামুটি সব সুবিধাই রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১২০০-১৫০০ জন রোগী এই হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করতে আসেন। তাছাড়াও এই হাসপাতালে আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজ, সরকারি নার্সিং কলেজ চলছে, পোস্ট এমবিবিএস, এনবিইএমএস কোর্স পড়ার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়াও বিভিন্ন প্যারা মেডিক্যাল ও কমিউনিটি হেলথ অফিসিয়ালদের প্রশিক্ষণেরও সুযোগ রয়েছে।

পিছিয়েছে ষান্মাসিক পরীক্ষা, নতুন দিনক্ষণ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর : সাম্প্রতিক রাজ্যের বন্যায় বহু ছাত্রছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর ষান্মাসিক পরীক্ষার দিনক্ষণ পিছিয়েছে। আগামী ২২ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্য্যন্ত পরীক্ষা নেওয়া দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে। আজ শিক্ষা দপ্তর থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জারী করে একথা জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের অধীনে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য ষান্মাসিক পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছিল। তাতে ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্য্যন্ত পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সাম্প্রতিক নজিরবিহীন বন্যার কারণে অনেক শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছক। রাজ্য জুড়ে অভূতপূর্ব বন্যা পরিস্থিতির কারণে মারাত্মক ক্ষতির কথা বিবেচনা করে, ছাত্রদের সুবিধার্থে ষান্মাসিক পরীক্ষা দিনক্ষণ পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে।আগামী ২২ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্য্যন্ত পরীক্ষা নেওয়া দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে।

হেঁটে গিয়ে রোয়াজা পাড়ায় গ্রামবাসীদের সঙ্গে মত বিনিময় করলেন রাজ্যপাল

আমবাসা / আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর : ধলাই জেলার প্রত্যন্ত রাজমনি রোয়াজা পাড়ায় গেলেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু। সোমবার সকালে তিনি প্রথমেই আসেন লংতরাইভ্যালি মহকুমার অন্তর্গত লালছড়া এলাকায় টিএসআর অষ্টম বাহিনীর সদর দপ্তরে উনাকে স্বাগত জানান জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ, জেলা পুলিশ প্রধান অবিনাশ রাই সহ জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। টিএসআর বাহিনীর তরফ থেকে রাজ্যপালকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়।

পরবর্তী সময়ে টি এস আর অষ্টম বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে তিনি ছামনু ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম গোবিন্দ বাড়ি ভিলেজের রাজমনি রোয়াজা পাড়ায় যান। রাস্তা খারাপ থাকায় এবং প্রবল বৃষ্টি থাকায় তিনি দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটেই রাজমনি রোয়াজা পাড়ায় যান, সেখানকার মানুষদের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেনএবং আবার পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে মূল সড়কে আসেন। গোবিন্দবাড়ি এলাকায় ত্রিপুরার রাজ্যপালের এই সফর ঐতিহাসিক বলে গণ্য করেছেন অনেকে, কারণ বিগত ৩০ বছরে কোনো রাজ্যপাল এই অঞ্চল পরিদর্শনে যাননি।

রাজমনি রোয়াজা পাড়ায় পৌঁছে তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন।এই বৈঠকের সময় রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু।বলেন, দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লকগুলির জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু করেছে। এই লক্ষ্যে, প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে, বিশেষত উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে সফর ও পরিদর্শন করে সেখানকার সমস্যা ও চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে জানা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। রাজ্যপাল বলেন, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি ধলাই জেলার তিনটি গ্রাম পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যার মধ্যে একটি হল পশ্চিম গোবিন্দবাড়ির রাজমনি রোয়াজা পাড়া।রাজমনি রোয়াজা পাড়ায় যাওয়ার পর রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু কথা বলেন গ্রামবাসীদের সাথে। গ্রামবাসীরা রাজ্যপাল কে কাছে পেয়ে এলাকার কি কি সমস্যা রয়েছে সেগুলি তুলে ধরেন। রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, মোবাইল নেটওয়ার্কসহ বিভিন্ন সমস্যার কথা রাজ্যপালের সামনে তুলে ধরেন। রাজ্যপাল প্রতিটি বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শোনেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেন যেন দ্রুততার সাথে এগুলি সম্পন্ন করা হয়।তবে কোন রাজ্যপাল এভাবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুর প্রেসক্লাবে দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ সেপ্টেম্বর: মঙ্গলবার উদয়পুর প্রেসক্লাবে দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন অপুরাম সরকার। এদিন উদয়পুর প্রেস ক্লাবের পুরাতন কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠিত হয়। মোট নয় জনের কার্যকরি কমিটি করে বাকিদের সদস্য করা হয়।

সভায় সকলের সম্মতিক্রমে প্রেসক্লাবের নতুন কমিটির সভাপতি হিসেবে দেবব্রত রুদ্র, সহ সভাপতি হিসেবে আয়ুব সরকার, সম্পাদক হিসেবে জসিম উদ্দীন, সহকারী সম্পাদক হিসেবে রাকেশ নন্দী, কোষাধ্যক্ষ নোটন দাস এবং অফিস সম্পাদক করা হয় দীপা সরকারকে।

সভার শুরুতে ভাষণ রাখেন বিদায়ী সম্পাদক সৌমেন সেন। এছাড়া কার্যকরি কমিটিতে রয়েছেন রূপক দাস, সাইমন খান, আরবের রহমান। উদয়পুর প্রেসাক্লাবের এই নতুন কমিটির মেয়াদ আগামী দুই বছর অব্দি বলবৎ থাকবে।

বিভিন্ন চুরি যাওয়া জিনিসপত্র সহ আটজন কুখ্যাত চোর পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: বিভিন্ন চুরি যাওয়া জিনিস পত্র সহ আট জন কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ।তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্র সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছেন সদর এস ডি পিও দেবপ্রসাদ রায়।

সদর এস ডি পিও দেবপ্রসাদ রায় জানিয়েছেন, গত ৬ সেপ্টেম্বর জ্যাকশন গেইটের পুর নিগমের ওয়ার্ড অফিসে চোরের দল হানা দিয়েছিল।পরবর্তী সময়ে থানায় লিখিত মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল।অবশেষে চোর চক্রকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। চুরিকান্ডে জড়িত সুনীল দেববর্মা নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে চোর চক্রের সাথে জড়িত মোট ছয়জনকে আটক করা হয়েছে। তাদেরকে থানায় নিয়ে গিয়ে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালালে আরও দুই জনকে আটক করা হয়েছেতারা কিছু দিন আগে চন্দ্রপুরের কালী মন্দিরে চুরি সংঘটিত করেছিল। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান তিনি।

মৃত্যু এক ব্যবসায়ীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: বান্ধবীর বাড়িতে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যবসায়ীর। মৃতের পরিবারের সদস্যরা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। ওই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

ঘটনার বিবরণে মৃতের ছোট ভাই জানিয়েছেন, আজ বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ তার কাছে ফোন আসে বড় ভাই লিটন রায় আশ্রম চৌমুহনী এক বান্ধবীর বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ওই মহিলার নাম পম্পি ঘোষ বলে জানান তিনি। সাথে সাথে তিনি তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে ওই মহিলার বাড়িতে গিয়েছিলেন। ঘরে প্রবেশ করে তিনি দেখতে পান খাটে তাঁর ভাই পড়ে রয়েছে। সাথে সাথে তারা জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। সেখানকার কতর্ব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে এখনো জানা যায় নি। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

নিম্নচাপ, চার জেলায় সতর্কতা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: উত্তর পশ্চিম- মধ্য ও তৎসংলগ্ন উত্তর- পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপের জেরে রাজ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা বহাল রেখেছে আবহাওয়া দফতর। দুশ্চিন্তা বেড়েছে দক্ষিণ, সিপাহীজলা, ধলাই ও গোমতী জেলাকে নিয়ে। কারণ, আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ওই চার জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনায় কমলা সর্তকতা জারি করেছে।

প্রসঙ্গত, আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সব জেলায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল।

এদিকে আবহাওয়া দফতর উত্তর পশ্চিম- মধ্য ও তৎসংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জেরে রাজ্যের দুই জেলায় কমলা সর্তকতা জারি করেছে। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ও সিপাহীজলা জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে। তাছারা আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর ধলাই, সিপাহীজলা, দক্ষিণ ও গোমতী জেলায় সর্তকতা জারি করেছে।

কর্মচারী সংঘের পক্ষ থেকে ৮দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ডেপুটেশন প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: মঙ্গলবার ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের পক্ষ থেকে ৮দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ডাইরেক্টর অফ ইকোনমিক এবং স্ট্যাটিস্টিক দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ডাইরেক্টর অফ ইকোনমিক এবং স্ট্যাটিস্টিক দপ্তরে দালান তৈরীর কাজ দ্রুত শুরু করার দাবিসহ আটদফা দাবিতে মঙ্গলবার ডাইরেক্টর অফ ইকোনমিক এন্ড স্ট্যাটিস্টিকস এর কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ।ডেপুটেশন প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান প্রায় ৬ মাস আগে দপ্তরের মন্ত্রী এবং মেয়র এর উপস্থিতিতে নতুন ভবন তৈরির কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। অবিলম্বে নতুন অফিস বাড়ি তৈরি করা অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করা সহ অন্যান্য মোট আট দফা দাবিতে এই ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এমনটাই অভিযোগ তুলে পথ অবরোধে সামিল হয়েছে উত্তর কলাছড়া বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে প্রশাসনের আধিকারকরা। ঘটনার বিবরণে জানা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজ ওয়ার্কার্স কংগ্রেসের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: আজ অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজ ওয়ার্কার্স কংগ্রেসের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন ত্রিপুরা স্টুডেন্ট হেলথ হোমে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের চেয়ারম্যান ডা. উদিত রাজ, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আশিস কুমার সাহা সহ অন্যান্যরা।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি চেয়ারম্যান ডা. উদিত রাজ বলেন, দেশে প্রায় ৪৩ কোটি অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মী রয়েছেন। কিছু টাকার বিনিময়ে তাঁরা দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। তাঁদের নির্দিষ্ট কোনো বেতন নেই।

এদিন তিনি আরও বলেন, কাঠমিস্ত্রী, গাড়ির চালক, টেলার, পরিচারিকা সহ অন্যান্যরা অসংগঠিত কর্মী। নরেন্দ্র মোদীর সরকার গঠন হওয়ার পর তাঁদের বিরুদ্ধে অনেক আইন লাগু করেছে। তাই অংসগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য একমাত্র ভরসা কংগ্রেস।

ত্রিপুরা স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি দ্বারা ডকুমেন্টরি ফিল্মের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি ত্রিপুরার হাইকোর্টের অডিটোরিয়ামে তাদের বহুল প্রত্যাশিত ডকুমেন্টরি ফিল্মটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে। প্রধান বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং এবং হাইকোর্টের বিচারপতি টি. অমরনাথ গৌড়, মাননীয় নির্বাহী চেয়ারম্যান, টিএসএলএসএ - এর উপস্থিতিতে এদিনের অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছে।ডকুমেন্টরিটির প্রধান লক্ষ্য আইনি সচেতনতা প্রচার, সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং ত্রিপুরার প্রান্তিক সম্প্রদায়ের অধিকারের পক্ষে ওকালতি করার ক্ষেত্রে টিএসএলএসএ-এর মুখ্য ভূমিকা তুলে ধরা।ডকুমেন্টরিটিতে টিএসএলএসএ দ্বারা করা কীভাবে আইনি সহায়তা পরিষেবাগুলি রাজ্য জুড়ে মানুষের জীবনে একটি অর্থবহ পরিবর্তন এনেছে, তার বার্তা বহন করে।এই ইভেন্টটি টিএসএলএসএ-এর যাত্রায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত করছে এবং সমাজে ন্যায্য অধিকার গঠনের জন্য উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

দুই নেশাকারবারীকে পুলিশের হাতে তুলে দিল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ সেপ্টেম্বর: মারণ নেশা ড্রাগস বিক্রি এবং নেশাদ্রব্য ব্যবহারকারীকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল এলাকাবাসী। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন রাজনগর এলাকায় মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ।

দীর্ঘদিন যাবৎ এলাকার এক বাড়িতে সাগর নামে এক যুবক ড্রাগস বিক্রি করে আসছিল। এর আগেও এলাকার জনগন মিলে বাধাদান করলেও কোন প্রকারে বন্ধ হচ্ছিল না এই নেশার কারবার। মঙ্গলবার এলাকার মানুষ দুই যুবককে নেশা দ্রব্য ক্রয় করতে আসলে হাতে নাতে পাকড়াও করে। শেষে তেলিয়ামুড়া থানায় খবর দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এদিকে এলাকাবাসীরা অভিযোগ করে জানায় অনেকবার এলাকার বাসিন্দারা বাধাদান করলে অভিযুক্ত সাগরের পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিয়ে মানুষকে ভয় দেখাতে থাকে। এলাকাবাসী আরও অভিযোগ করে বলে পুলিশের হাতে তুলে দিলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। এখন দেখার পুলিশ কি পদক্ষেপ গ্রহন করে।

স্বাস্থ্য সংবাদের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: নবকলেবরে প্রকাশিত হল স্বাস্থ্য সংবাদ। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের থ্রিডি প্রিন্টিং সেন্টারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই স্বাস্থ্য সংবাদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এই স্বাস্থ্যসংবাদে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার শুভেচ্ছা বার্তা রয়েছে।

আজ এই স্বাস্থ্য সংবাদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পর্বে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব রাজীব দত্ত, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ও অতিরিক্ত সচিব ডাঃ সমিত রায় চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রফেসর (ডাঃ) সঞ্জীব কুমার দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ডাঃ অঞ্জন দাস, ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা প্রফেসর (ডাঃ) এইচ. পি শর্মা, আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের প্রিন্সিপাল প্রফেসর (ডাঃ) শালু রাই সহ দপ্তরের অন্যান্য অধিকারিক ও কর্মকর্তাগণ।

স্বাস্থ্য দপ্তর নিরন্তরভাবে জনগণকে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে আসছে। এই কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকিবহাল করার পাশাপাশি যে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা নিরলসভাবে দিবারাত্র পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন, তাদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এই স্বাস্থ্য সংবাদ প্রকাশিত হল। উল্লেখ্য মুখ্যসচিব জে কে সিনহা স্বাস্থ্য সচিব থাকাকালীন প্রতি মাসে স্বাস্থ্য দপ্তর যে প্রেস রিলিজগুলি প্রকাশ করত সেগুলি সংকলিতভাবে স্বাস্থ্য সংবাদ হিসেবে দপ্তরে সংরক্ষিত হত।

বেশ কয়েক মাস বন্ধ থাকার পর স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যের আন্তরিক আগ্রহে স্বাস্থ্য সংবাদ প্রকাশিত হলো। এবার এটিকে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রচারের মুখপত্র হিসেবে রূপ দেওয়া হল। এই স্বাস্থ্য সংবাদ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রস্তুত করা হয় এবং এর প্রকাশনার দায়িত্বে রয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরা। স্বাস্থ্য সংবাদ-এ দপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সাফল্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়ালেন অবলম্বন বৃদ্ধাশ্রমের মায়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: অবলম্বন বৃদ্ধাশ্রমের মায়েরা বন্যা দুর্গত মানুষদের জন্য নিজেদের কাপড়চোপড় দান করে এক নয়া নজির স্থাপন করলেন। অবলম্বন বৃদ্ধাশ্রম এর মায়েরা তাদেরকে দেওয়া কাপড়সহ বিভিন্ন সামগ্রী বন্যা দুর্গতদের দান করে দিলেন।

মঙ্গলবার এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে সরকারি প্রতিনিধিদের হাতে মায়েরা তাদের দেওয়া শাড়িগুলি তুলে দেন। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অবলম্বন বৃদ্ধাশ্রমের সভাপতি তথা মেয়র দীপক মজুমদার। এদিনের অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন বৃদ্ধাশ্রমের মায়েদের এই দান অপরিসীম।

বিভিন্ন সংস্থা এবং ব্যক্তি বৃদ্ধাশ্রমের মায়েদের বিভিন্ন কাপড় বেড কভার সহ অন্যান্য যেসব সামগ্রী দান করে থাকেন সেসব সামগ্রী তারা নিজেরা ব্যবহার না করে বন্যা দুর্গত মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা ভেবে তাদের জন্য দান করে দিয়েছেন। মেয়র বলেন এটি একটি নতুন অভিজ্ঞতা। এর চেয়ে বড় দান আর কিছুই হতে পারে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অদ্য ১০ সেপ্টেম্বর বামুটিয়া কৃষি মহকুমা উদ্যোগে আরবান হর্টিকালচার প্রকল্পে আগরতলা পৌর নিগমের নর্থ জোনাল অফিসে ৩০০ পরিবারের মধ্যে আম, বেটে জাতের নারিকেল ও জবা ফুলের চারা বিতরণ করা হয়। চারা বিতরণের শুভ সূচনা করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ডি,ডি,এইস সুজিত দাস বামুটিয়া কৃষি তত্ত্বাবধায়ক রাজু রবিদাস আঞ্চলিক আধিকারিক অন্তরা চৌধুরী নর্থ জোনাল চেয়ারম্যান প্রদীপ চন্দ এবং কর্পোরেটরগন।এই প্রকল্পটি থেকে শহরাঞ্চলের সুবিধাভোগীদের ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।